ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 September, 2023 ■ আগরতলা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ৩১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎসবের মরশুমে দেশবাসীকে উপহার

এশিয়া কাপে ভারতের বড় জয়

দৃষ্টান্ত স্থাপন করল সিরাজ

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মাত্র ৩৭ বল খেলেই এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল ভারত। প্রথম ইনিংসেই ম্যাচটা জিতে গিয়েছিল ভারত। ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। শ্রীলংকার ৫০ রান করতে ভারতের ওপেনিং জুটির খেলতে লাগল মাত্র ৩৭ বল। অর্থাৎ ফাইনাল ম্যাচ মাত্র ৬ ওভার ১ বলে জিতে এশিয়া কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে হয়ে গেল ভারত।

এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ১০ উইকেটে হারিয়ে অষ্টম বার চ্যাম্পিয়ন হলো ভারত। ভারতের মত এতবার কেউ এশিয়া কাপ জিততে পারেনি। ২০১৮ সালের ভারত শেষবার এশিয়া কাপ জিতেছিল।

ভারতের জয়ের মুল কারিগর ম: সিরাজ। তিনি ১২ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। লঙ্কানদের শেষ তিনটি উইকেট নিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। এর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর জন্মদিনে বৃদ্ধাশ্রমে মুখ্যমন্ত্রী

সরকারে লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের পাশে থাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩ তম জন্মদিন। গোটা দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে রাজ্যব্যাপী। রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী নরসিংগড়স্থিত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল সিনিয়র সিটিজেন হোম, জুভেনাইল হোম, আনাথালয় ও দিব্যাঙ্গজন ছেলেমেয়েদের আবাসন পরিদর্শন করেছেন। এদিন প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আবাসিকদের হাতে তুলে দিয়েছেন ফল মিষ্টি।

এদিন পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের পাশে থাকা।তিনি বলেন, প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত আজ বিশ্বের কাছে মর্যাদা অর্জন করেছে।

দেশ আজ পরিকাঠামোগত দিক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা সর্ব ক্ষেত্রেই এগিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গত ৯ বছরে দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণে অনেক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যা দেশকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরেছে।

তিনি পি এম- বিশ্বকর্মা প্রকল্পের কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশের চিরাচরিত প্রথাগত শিল্পের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী এই যোজনা চালু করেছেন। এই যোজনা দেশের গ্রামীণ ও শহর এলাকায় অর্থনৈতিক বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে।

এদিন পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়।

দিবালোকে স্কুল ছাত্রের হাতে ছুরিকাহত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে মেলাঘর বাজারে এক ব্যবসায়ীকে ছুরিকাহত করল এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে গোটা এলাকায়। প্রকাশ্য দিবালোকে ব্যবসায়ীকে চুরিকাহত করার ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। আহত ব্যবসায়ীকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে মেলাঘর হাসপাতাল থেকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। তবে পরিবার সূত্রে জানা গেছে, জিবি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রাস্তায় তার মৃত্যু হয়। মৃত ব্যাক্তির নাম বিশ্বজিৎ দেবনাথ। মেলাঘর বাজারে উনার একটি জেরক্স এর দোকান রয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আগামীকাল বিশ্বকর্মা পূজা। সেই জন্য নিজ দোকান পরিস্কার করতে বিশ্বজিৎ দেবনাথ দোকানে যান। সেই সময় এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র উনার দোকানে যায় জেরক্স করার জন্য। কিন্তু বিশ্বজিৎ দেবনাথের অভিযোগ ছিল ওই ছাত্র নাকি উনার ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে উনার কাশ বাক্স থেকে ২৫০০ টাকা নিয়ে গেছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠান

পিছিয়ে থাকা জনগনের কল্যাণে এই যোজনা ঃ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করেছেন। দিল্লিতে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানটি হয় আজকেই উন্মোচিত করা আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন স্থল যশোভূমিতে। যশোভূমিতে এদিন পরম্পরাগত শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত কারিগর ও শিল্পীদের নানান কাজকর্মের প্রদর্শনীও ছিল। প্রধানমন্ত্রী নানান বৃত্তির কারিগরদের এই সমস্ত বিবিধ কাজের প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন ও তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করার পর এই অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী সারা দেশ থেকে নির্বাচিত কয়েকজন বিভিন্ন পেশার কারিগরদের হাতে বিশ্বকর্মা পরিচিতি পত্রও তুলে দেন। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে বিশ্বকর্মা পরিচিতি পত্র গ্রহণ করেন ত্রিপুরা থেকে একজন, কারিগর রত্না সরকার ভট্টাচার্য্য।

এই যোজনার উদ্বোধনের অংশ হিসেবে, আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত রাজ্য স্তরের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এই উপলক্ষে, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের জনগনের কল্যানে প্রধানমন্ত্রী এই যোজনা এনেছেন। প্রধানমন্ত্রী আজ যেসমস্ত পরম্পরাগত শিল্পকর্মের সাথে যুক্ত কারিগর ও শিল্পীদের কল্যানে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প নিয়ে এসেছেন, সেই কারিগররা বছরের পর বছর ধরে অবহেলিত ছিল, কারণ, আগের কোনো সরকার তাদের কল্যানে নজর দেয়নি। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে শ্রীমতি ভৌমিক তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।শ্রীমতি ভৌমিক বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দূরদর্শী পরিকল্পনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ সংসদের বিশেষ অধিবেশন, 'এক দেশ, এক নির্বাচন' নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। তার আগে রবিবার বিকেলে দিল্লিতে সংসদের গ্রন্থাগার ভবনে সর্বদলীয় বৈঠকে মহিলা সংরক্ষণ বিল, 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করল বিরোধী দলগুলি। সরকার মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্তক বিলটি অধিবেশন চলাকালীন বিবেচনা ও পাসের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। গত বর্ষাকালীন অধিবেশনে বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করা হয়েছিল। রবিবার সর্বদলীয় বৈঠকে ছিলেন কংগ্রেসের অধীর রঞ্জন চৌধুরী এবং প্রমোদ তিওয়ারি, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা জেডি(এস) নেতা এইচডি দেবগৌড়া, ডিএমকে-র কানিমোঝি, টিডিপি-র রাম মোহন নাইডু, আপের সঞ্জয় সিং, বিজেডি-র সস্মিত পাত্র, বিআরএস নেতা কেশব রাও, ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির ভি বিজয়সাই রেড্ডি, আরজেডি-র মনোজ ঝা এবং জেডি(ইউ)-এর অনিল হেগড়ে এবং এসপি-র রাম গোপাল যাদব।

বৈঠকে বিজেডি, বিআরএস-সহ বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল আসন্ন অধিবেশনে মহিলা সংরক্ষণ বিল উত্থারনরে জন্য চাপ দিয়েছে। বৈঠকের আগে কংগ্রেস নেতা প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, তাঁর দল মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, মণিপুরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে বেরোজগার দিবস হিসাবে পালন করলো যুব কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনটি বেরোজগার দিবস হিসেবে পালন করেছে যুব কংগ্রেস। দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজ্যেও প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয় এদিন। মিছিল শেষে আগরতলা কংগ্রেস ভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশ পুতুল দাহ করা হয়। এদিন মিছিলে অংশ নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ যুব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩(পিআইবি): বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে তিনি অভিবাদন জানিয়েছেন দেশের সেই সমস্ত শিল্পী ও কারিগরদের উদ্দেশে যাঁরা সমাজে তাঁদের উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, বুদ্ধি ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী তাঁদের উদ্দেশে বলেছেন : "ভগবান বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে আপনাদের সকল পরিবার - পরিজনকে জানাই অনেক অনেক অভিনন্দন।

এই উপলক্ষে নিষ্ঠা, প্রতিভা ও পরিশ্রমের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছুটি ও শুভেচ্ছা

দেব শিল্পী বিশ্বকর্মার পূজা উপলক্ষে আজ সোমবার জাগরণ পত্রিকার সমস্ত বিভাগ ছুটি থাকবে। তার জন্য মঙ্গলবার পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

কর্মাধ্যক্ষ

জমজমাট উৎসবের বাজার

বিশ্বকর্মার পর গণেশ বন্দনা, দুই দিনে দুই ঠাকুরের আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। এবছর উৎসবের শুরুতেই একটু ব্যতিক্রমী। প্রচলিত ছিল শারদ উৎসবের শুরুই হত গণেশ বন্দনা দিয়ে। শাস্ত্র মতে এটাই চলে আসছে আদিকাল থেকে। বহু পুরাণিক ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে সকল দেবদেবী পূজার আগে পুজিত হয়ে থাকেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। এই ধারাই বয়ে চলে আসছে এতদিন। ২০২৩ এ ধারার পরিবর্তন হলো। হয়তো আগামী দিনে আরো কিছু পূজার দিনক্ষণের পরিবর্তন হতেও পারে। অনেকে আবার বলছেন যুগ যত আধুনিক হচ্ছে ততই তার রং পাল্টাচ্ছে। এই নিয়ে তর্কে না যাওয়াই ভালো। এবার আসা যাক

দুইদিন দুই ঠাকুরের আরাধনা। আগামীকাল পূজিতো হচ্ছেন দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা এরপর দিন অর্থাৎ পরশু পূজিত হবেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। এবার এই ব্যতিক্রমী পূজার আয়োজন নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা বাড়তি চাপ পড়ে গেছে। মূর্তি পাড়া থেকে শুরু করে বাজারে প্রতিমা নিয়ে আসা শিল্পী বা ব্যবসায়ীদের মুখে একই কথা। এক দিকে গণেশ, অন্যদিকে বিশ্বকর্মা ঠাকুর। কাঠফাটা রোদ উপেক্ষা করেও ক্রেতার আশায় বসে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তারাই বলছেন একজন ক্রেতা এসে এক ঠাকুরের দাম জিজ্ঞেস করতেই অন্যজন এসে আরেক ঠাকুরের দাম জিজ্ঞেস করছেন। তাতে করে ক্রেতাদের মন খুশি করা কঠিন হয়ে পড়ছে। তারাও মনে মনে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। তাতে করে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। একইসঙ্গে মূর্তি দাম ও বেড়েছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। বেলা বরের মূর্তি ব্যবসায়ী অনুকূল বাবু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ৩৩৫ ◘১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং◘ ৩১ ভাদ্র ◘ সোমবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আজ দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পূজা

সূর্যের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বকর্মা পূজা পালিত হয়। কথিত আছে যে ,ভগবান ব্রহ্মা তাঁহার কাঁধে বিশ্বজগতের সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। গোটা বিশ্ব রচনা হইয়াছিল বিশ্বকর্মার হাত ধরিয়া।ভগবান বিশ্বকর্মার জন্মদিন বিশ্বকর্মা পূজা, বিশ্বকর্মা দিবস বা বিশ্বকর্মা জয়ন্তী নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে এই উৎসবটি তাৎপর্য রহিয়াছে। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিশ্বকর্মা সত্যযুগের শ্রী যুগের লঙ্কা এবং কলিযুগের হস্তিনাপুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন।ভগবান বিশ্বকর্মা দেবতাদের স্থপতি, স্থাপত্যের দেবতা, প্রথম প্রকৌশলী, দেবতাদের প্রকৌশলী এবং যন্ত্রের দেবতা নামে অভিহিত হন। সুতরাং যাহারা শিল্পী, কারিগর এবং ব্যবসায়ী তাহাদের জন্য এই উপাসনাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্বকর্মার উপাসনা করিলে কারবারে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আরও বলা হইয়া থাকে এই পূজা করিলে যন্ত্রপাতি খারাপ হয় না এবং দিনরাত ব্যবসায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি ঘটে বিশ্বকর্মা পূজা প্রধানত একটি হিন্দুধর্মীয় উৎসব। এই উৎসবে হিন্দু স্থাপত্য দেবতা বিশ্বকর্মার সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশা নিয়া এই পূজা উদযাপন করা হইয়া থাকে। হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে বিশ্বকর্মা হইলেন দেবতাদের শিল্পী এবং এই কারণে তিনি আপামর জনতার কাছে দেবশিল্পী নামে পরিচিত।স্বর্গের অনান্য দেবতাদের মতন বিশ্বকর্মার পূজা হয় এই মর্ত্যলোকেও।বিশ্বাস করা হয় যে তাঁহার আশীর্বাদে মর্ত্যবাসীগণ শিল্পকাজে যথেষ্ট পারদর্শী হইতে পারিয়াছেন। সাধারণত ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ শেষ দিনটিতে বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মানুষ এই দিন নিজেদের উন্নত ভবিষ্যতের জন্য, নিরাপদ কাজের পরিস্থিতি এবং নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি হেতু এবং সর্বোপরি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের কামনায় ভগবান বিশ্বকর্মার কাছে পূজা এবং প্রার্থনা করিয়া থাকেন।বিশ্বকর্মা হইলেন স্বয়ম্ভু এবং এই সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা। তিনি হইলেন বৈদিক দেবতা। চতুর্থ বেদের মধ্যে অন্যতম, ঋগবেদের দশম মণ্ডলে ৮১ এবং ৮২ সূক্তদ্বয়ে ভগবান বিশ্বকর্মার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে। ঋগবেদ অনুযায়ী ভগবান বিশ্বকর্মা সর্বদর্শী এবং সর্বজ্ঞ। কথিত আছে যে তাঁর চক্ষু, মুখমণ্ডল, বাহু ও পদ সব দিকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বকর্মা হইলেন বাচস্পতি, মনোজব, বদান্য, কল্যাণকর্মাএবং বিধাতা অভিধায় ভূষিত। তিনি একাধারে ধাতা, বিশ্বদ্রষ্টা এবং প্রজাপতি।বিষ্ণুপুরাণ অনুযায়ী যোগসিদ্ধা হইলেন বিশ্বকর্মার মাতা এবং অষ্টম বসু প্রভাস হইলেন তাঁহার পিতা। যোগসিদ্ধা ছিলেন দেবগুরু বৃহস্পতির বোন এবং অষ্টম বসু প্রভাস ছিলেন দক্ষরাজের কন্যা বসুর্যর গর্ভের সন্তান। অষ্টবসুর অর্থ হল আট জন গণ দেবতা ; তাঁহারা হ লেন — ধর, ধ্রুব, সোম, অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাষ ও দ্যু। এই অষ্টবসু ছিলেন দক্ষরাজার কন্যা বসুর্যর পুত্র। বর্ণনা অনুসারে বিশ্বকর্মার চারটি বাহু, মাথায় সজ্জিত রাজার মুকুট, হস্তে শোভিত জলের কলস, বই, দড়ির ফাঁস ও অন্য হাতে একটি যন্ত্র উপস্থিত।

বিশ্বকর্মা হইলেন শিল্পী ও নির্মাতাদের দেবতা। ব্রহ্মা-পুত্র বিশ্বকর্মাই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নকশা নির্মাণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। সর্বদর্শী ভগবান বিশ্বকর্মা বাহু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল অর্থাৎ ত্রিভুবন নির্মাণ করিয়াছেন। শিল্প সমূহের প্রকাশক, অলঙ্কারের স্রষ্টা এবং দেবতাদের বিমান ও রথ নির্মাতা বিশ্বকর্মা, সুনিপুণ দক্ষতায় দেবতাদের সকল অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন।ঈশ্বরের প্রাসাদের নির্মাণকর্তা ও হলেন বিশ্বকর্মা।

দেবতাদের রথ ও অস্ত্রও তৈরি করিয়াছিলেন তিনি। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে বিশ্বকর্মা হইলেন শিল্পকলার দেবতা। শিল্পের শ্রেষ্ঠকর্তা, সহস্র শিল্পের আবিষ্কারক বিশ্বকর্মা দেবতা কৃষ্ণের রাজধানী, পবিত্র দ্বারকা শহরটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা নগরী, পাণ্ডবদের মায়া সভা, রামায়ণে উল্লিখিত ব্রহ্মার পুষ্পক রথ,দেবতাদের যাতায়াতের জন্য বিভিন্ন বাহন ও নির্মাণ করিয়াছিলেন।

তিনি এমনই একজন মহান স্রষ্টা ছিলেন যিনি দেবপুরী এবং বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, শিব এর ত্রিশূল, কুবের এর অস্ত্র, ইন্দ্রের বজ্র, কার্তিকের শক্তি সহ দেবতাদের জন্য বহু কল্পিত অস্ত্রের সৃষ্টি করেছিলেন। মর্ত্যলোকের ভক্তরা তাই বিশ্বাস করেন যে তিনি এই বিশ্বের সমস্ত কার্যাবলির সম্পাদক; সব ধরনের শিল্পের প্রকাশক। শিল্পবিদ্যায় তাঁর রয়েছে একচ্ছত্র অধিকার। বিশ্বকর্মা স্বয়ং নিজেই চতুঃষষ্টিকলা, স্থাপত্যবেদ এবং উপবেদ এর প্রকাশক। বর্ণিত আছে যে পুরীধামের বিখ্যাত জগন্নাথমূর্তিও তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তাঁকে স্বর্গীয় ছুতার হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

এই বছর ১৮ ই সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পূজো নির্ধারিত হয়েছে। সূর্যের গতিপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই পূজা পালিত হয়। কথিত আছে যে ভগবান ব্রহ্মা তাঁর কাঁধে বিশ্বজগতের সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। গোটা বিশ্ব রচনা হয়েছিল বিশ্বকর্মার হাত ধরে।'

ভগবান বিশ্বকর্মার জন্মদিন বিশ্বকর্মা পূজা, বিশ্বকর্মা দিবস বা বিশ্বকর্মা জয়ন্তী নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে এই উৎসবটি তাৎপর্য রয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে ভগবান বিশ্বকর্মা সত্যযুগের শ্রী যুগের লঙ্কা এবং কলিযুগের হস্তিনাপুর সৃষ্টি করেছিলেন।

ভগবান বিশ্বকর্মা দেবতাদের স্থপতি, স্থাপত্যের দেবতা, প্রথম প্রকৌশলী, দেবতাদের প্রকৌশলী এবং যন্ত্রের দেবতা নামে অভিহিত হন। সুতরাং যারা শিল্পী, কারিগর এবং ব্যবসায়ী তাদের জন্য এই উপাসনাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস করা হয় যে, বিশ্বকর্মার উপাসনা করলে কারবারে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আরও বলা হয়ে থাকে এই পূজা করলে যন্ত্রপাতি খারাপ হয় না এবং দিনরাত ব্যবসায় চতুর্গুণে বৃদ্ধি ঘটে।

বিশ্বকর্মা পূজা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে পালিত বিশ্বকর্মা পুজো বাঙালির এবং সমগ্র হিন্দু জাতির একটি অন্যতম পবিত্র উৎসব। ঋগ্বেদ অনুযায়ী বিশ্বকর্মা পরম সত্যের প্রতিরূপ এবং সৃষ্টিশক্তির দেবতা। উক্ত গ্রন্থে তাঁকে সময়ের সূত্রপাতের প্রাক অবস্থা থেকে অস্তিত্বমান স্থপতি তথা বিশ্বব্রহ্মান্ডের দিব্য স্রষ্টা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা নগরটি নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা নগরী, রামায়ণে উল্লেখিত ব্রহ্মার পুস্পক রথ, মহাভারতের যুগে পঞ্চপান্ডবদের মায়া সভা, দেবতাদের বিভিন্ন গমনাগমনের জন্য বিভিন্ন বাহন, দেবপুরী এবং বষ্ণুর সুদর্শন চক্র, দেবাদিদেব শিবের ত্রিশূল, কুবেরের অস্ত্র, ইন্দ্রের বজ্র, কার্তিকের শক্তি সহ এবং দেবতাদের জন্য বহু কল্পিত অস্ত্রের স্রষ্টা। বিশ্বকর্মার ভক্তরা বিশ্বাস করেন যে তিনি এই বিশ্বের যাবতীয় কর্মের সম্পাদক। তিনি সব ধরনের শিল্পের প্রকাশক। শিল্পবিদ্যায় বিশ্বকর্মার রয়েছে একচ্ছত্র অধিকার। তিনি নিজেই চতুঃষষ্টিকলা, স্থাপত্যবেদ এবং উপবেদের প্রকাশক। কথিত আছে, পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথমূতিও তিনিই নির্মাণ করেছিলেন । তাকে স্বর্গীয় সূত্রধরও বলা হয়।

এই তিথিটিকে অনেকে বিশ্বকর্মা দিবস বা বিশ্বকর্মা জয়ন্তি নামেও চিহ্নিত করেন অর্থাৎ এই পূন্যদিনে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্র গর্ভ থেকে দেবতাদের সাহায্যার্থে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্বকর্মা হিন্দুদের অন্যতম দেবতা হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী বিশ্বকর্মা বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তা। তিনি হিন্দুধর্ম মতে স্থাপত্য শিল্পকলার দেবতা হিসেবে পূজিত হন। সেই কারণে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলা, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ এবং কর্ণাটকে খুব ধুমধামের সঙ্গে বিশ্বকর্মা পুজো পালন করা হয়। প্রত্যেকটি কল-কারখানায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে পুজো করার একটাই উদ্দেশ্য যাতে তাঁর আশীবার্দে শিল্পকলার ক্ষেত্রে আগামী দিনগুলোয় আরো উন্নতি লাভ হয়। কারিগরি বিদ্যায় আগের তুলনায় যেন আরো সফল ও কৃতকার্য হওয়া যায়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য সফলতা। আর ঈশ্বরের করুণা বা কৃপা ব্যতীত কোন কাজই সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। তাই বিশেষ কোন শুভদিনে ঠাকুর দেবতকে স্মরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ঈশ্বর ব্যতীত আমাদের দিন যে অচল সেই কথাটা বিশেষ ভাবে প্রমানিত হয় পুজো-পার্বণের দিনে। মানসচক্ষে আমরা তাঁদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। সেই কারণে যুগ-যুগান্তর ধরে আজ অবধি এখনো আমাদের সকলের ঠাকুর দেবতাদের প্রতি এতটা ভরসা। প্রতি বছর ভাদ্র সংক্রান্তি তিথিতে দক্ষ এবং অদক্ষ সকল কারিগরদের মাথা নত করতে হয় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার শ্রীচরণে।

কংশ বধের পরে মাতুলের শ্বশুর জরাসন্ধের বারম্বার মথুরা আক্রমন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে গোপ গোপিনী এবং যাদব বংশীয় সকলকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বারকাপুরীর স্থপতিকার ছিলেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে অধিষ্ঠিত ত্রিমূর্তির পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রদান করার উদ্দেশ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা শর্ত রেখেছিলেন কেউ যেন তাঁকে একুশ দিনের আগে বিরক্ত না করে। শর্ত ভঙ্গের কারণে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা তাঁদের পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারেননি। অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রও দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা তৈরী। এই রকম আরো অনেক গল্পগাথা ছড়িয়ে আছে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে কেন্দ্র করে। উত্তর ভারতে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুজো অনুষ্ঠিত হয় দীপাবলীর পরের দিন।

ভারতের প্রত্যেকটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও কর্মশালায় ফটো অথবা মাটির মূর্তি স্থাপন করে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে পুজো করে লোকে। ধূপ, দীপ, ফুল, নানান ধরণের ফল, মিষ্টি ও গঙ্গাজল সহযোগে পুজো করা হয়। কোথাও আবার হোম এবং যজ্ঞও করা হয় আশীর্বাদ লাভের আশায়। পুজোকেসাফল্যমন্ডিত করার উদ্দেশ্যে পরিবারের লোক, আত্মীয়-স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হয়। হৃদমাঝারে জাগে আনন্দ লহরী, জাগে হিল্লোল।

গণেশ চতুর্থী

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থীতে পার্বতী সুত সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের জন্ম। সমগ্র ভারতবর্ষে এই দিনটিকে গণেশ চতুর্থী হিসেবে উদযাপন করা হয়। ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত গণেশ পুঁজোর দ্বারাই সূচিত হয় বাঙালি জীবনের পুঁজোর মরসুম।

শিবপুরাণে গণেশের জন্ম বৃত্তান্তের কথা লেখা আছে — একদিন পার্বতী নিজ দেহের ময়লা দিয়ে একটি পুতুল তৈরী করে তাঁর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার পূর্বক তাঁকে প্রহরী করে স্নান করতে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ দেবাদিদেব মহাদেব এসে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে পার্বতী কৃত সেই ছোট্ট বালক তাঁকে বাঁধা দেন। সেই কারণে শিবের অনুচরদের সঙ্গে সেই বালকের সংঘর্ষ শুরু হয়। কোন পক্ষই পরাস্ত হচ্ছে না দেখে শিব ত্রিশূলের আঘাতে বালকের মাথা কেটে ফেলেন। শিবের এই ক্রুদ্ধ আচরণে পার্বতী ক্রোধবশতঃ সৃষ্টি বিনাশ করতে উদ্যত হন। তখন সমস্ত দেবগণ ভীত হয়ে পার্বতীকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁর স্তবপাঠ করতে আরম্ভ করেন। অতঃপর দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশে বিষ্ণু উত্তরদিকে মাথা রেখে নিদ্রিত একটি হাতির মুন্ডচ্ছেদ করে নিয়ে এলে মহেশ্বর সেই ছিন্নমুন্ড বালকের দেহের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাঁকে জীবিত করে তোলেন। অবশেষে হস্তিমস্তক বিশিষ্ট বালক সন্তানকে মা পার্বতী আশীর্বাদ করেছিলেন এই বলে — 'তুমি সকল দেবতাদের পুঁজোয় অগ্রগণ্য হও'। সেই কারণে দূর্গা পুঁজোর সময়ও গণেশ পুজোও করা হয়। এছাড়া যে কোন পুঁজো, যজ্ঞ বা কোন মাঙ্গলিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান করার পূর্বে গণেশ পুঁজো অবশ্য করণীয়। মা পার্বতীর আশীর্বাদে তিনি সর্বলোকে পুঁজিত। গণেশ ব্রত পালন করে স্বয়ং পার্বতী কার্তিককে পুত্র রূপে লাভ করেছিলেন। তাই গণেশকে সিদ্ধিদাতা নামে অবিহিত করা হয়। তিনি মনুষ্য জীবনের সকল কর্মের সিদ্ধি লাভের সহায়ক।

হিন্দুদের প্রধান দেবতাদের মধ্যে গণেশ অন্যতম। গণেশকে এই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন অষ্টম শতাব্দীর অদৈতবাদ পরম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য। যদিও গণেশ পুঁজোর প্রচলন বহুযুগ আগে থেকে। সেই রামায়ণের যুগ থেকে। রাবণ বধের প্রাক্কালে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তাঁর সাহায্যকারী বানর সেনাদের নির্দেশ করেছিলেন ভক্তি নম্র চিত্তে সিদ্ধিদাতা গণেশকে স্মরণ করতে। আবার মহাভারতের যুগে ব্রহ্মার পরামর্শে মহাভারত রচনার উদ্দেশ্যে গণেশ শ্রুতিলেখক রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গণেশ ছিলেন পরম জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পুরুষ। তিনি কত বড় মাপের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন তা ছোট একটি উদাহরণের সাহায্যে অনুধাবন করা যাক — একবার পরম পিতা ব্রহ্মার দুই কন্যা ঋদ্ধি ও সিদ্ধিকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে গণেশ ও কার্তিকের মধ্যে একটা ছোট্ট প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছিল। স্থির হয়েছিল বিশ্ব পরিক্রমা করে যে আগে ফিরে আসবেন তিনিই যোগ্য পাত্র হিসেবে বিবেচিত হবেন। কার্তিক বিশ্ব ব্রহ্মান্ড পরিক্রমা করে ফিরে এসে দেখেন, বড় ভাই গণেশ ধীর স্থির এবং উচ্ছাস বিহীন ভাবে এক জায়গায় বসে আছেন। এই দৃশ্য সন্দর্শনে কার্তিক যারপরনাই পরম কৌতূহলী হয়ে গণেশকে প্রশ্ন করেছিলেন — তুমি বিশ্ব পরিক্রমা করতে যাওনি ? গণেশ সবিনয়ে ভাই কার্তিকের কথা শুনে জবাবদিহি করেছিলেন এই বলে — ভাই, পন্ডিতেরা বলেন পিতা-মাতাকে পরিক্রমা করলেই নাকি সমস্ত ব্রহ্মান্ড প্রদক্ষিণ করা হয়, তাই ভেবে দেখলাম ব্রহ্মান্ড প্রদক্ষিণ করে কি লাভ ? আমি পিতা-মাতাকে প্রদক্ষিণ করে বসে আছি।

বলাবাহল্য সেই প্রতিযোগিতায় গণেশই জয়লাভ করেছিলেন। বোধকরি আমাদের শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গণেশের শিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে পিতা-মাতাকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের সামনে গিয়েও ভিতরে প্রবেশ করেননি। কারণ তাঁর বিচারে তাঁর পিতা-মাতাই ছিলেন স্বয়ং শিব-পার্বতী। তাই হয়তো শ্রদ্ধেয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋদ্ধি (সার্বিক উন্নতি) এবং সিদ্ধি (শ্রেষ্ঠ জ্ঞান) দুটোই লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং গণেশ যে সিদ্ধিদাতা সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকার কথা হয়। লাড্ডু হাতে গনেশ মূর্তি পূজার প্রচলন সর্বপ্রথম কিভাবে শুরু হয় সেই ব্যাপারে একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী আছে- একদিন শিশু গণেশ বেজায় বায়না ধরেছেন। মা পাবর্তী কিছুতেই ছেলেকে শান্ত করতে না পেরে মহাদেবের স্মরণাপন্ন হন। বাবা মহাদেবও গণেশকে শান্ত করতে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তিনি অতঃপর জটাজলের অগ্রভাগের একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করেন। মুহূর্তে সেই ছিন্ন জটা থেকে এক শ্রীদর্শন সৌম্যকান্তি পুরুষ উদ্ভুত হয়ে একান্ত বিনম্র চিত্তে শিব ঠাকুরকে বলেন — কী করতে হবে আদেশ করুন প্রভু। ক্রন্দনরত গণেশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে মহাদেব বলেন — যে কোনও উপায়ে শান্ত করো ওকে।

সুদর্শন পুরুষটি তৎক্ষনাৎ একটি লাড্ডু তৈরী করে ধরিয়ে দেন গণেশের হাতে। সুস্বাদু লাড্ডুটি পেয়ে গণেশ সেই মূহূর্তে কান্নাকাটি ভুলে নাচতে থাকেন। এই ঘটনার পর থেকেই লাড্ডু হাতে গনেশ মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। দেবাদিদেব শঙ্করের অংশ সম্ভূত উক্ত পুরুষটিই হলেন মোদক বা ময়রা জাতির আদিপুরুষ আর গণেশ হলেন মোদক জাতির উপাস্য দেবতা। উল্লেখ্য, বিষ্ণুপুরের নাগ বংশীয় মোদকগণ বিখ্যাত মতিচুরের জন্য সর্বজন সমাদৃত ছিলেন। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে — গান বাজনা মতিচুর / এই তিনে বিষ্ণুপুর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন স্থানীয় জমিদারগণের বনজঙ্গল এবং পতিত জমি তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকার অধিগ্রহণ করার ফলে সেই সব অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পিয়াল গাছ কাটা পড়ে। সুস্বাদু মতিচুর লাড্ডু তৈরী করার জন্যে প্রয়োজন হতো পিয়াল বীজের বেসন। এখনকার বিষ্ণুপুরের মতিচুর লাড্ডুতে সেই স্বাদ বা ঘ্রাণ কোনটাই পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক যুগের মতিচুর আজ মহাকালের গর্ভে লীন হয়ে গিয়েছে কালের অমোঘ নিয়মে। সিন্ধু সভ্যতার যুগেও গণেশের প্রাধান্য ছিল অপরিসীম। গণেশ মূর্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সেই সময় হাতিকে দেবতা জ্ঞানে পুঁজো করার প্রচলিত রীতি ছিল। এমন কি পুঁজো-পার্বণে লোকেরা হাতির মুখোশ ব্যবহার করতো। গ্রিসের প্রাচীন গ্রন্থেও গণেশ সাদৃশ্য দেবতার উল্লেখ আছে। এমন কি বিশ্বের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋকবেদে পর্যন্ত গণেশের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সর্বপ্রথম গণেশ পুঁজোর সূত্রপাত হয়। গুপ্তযুগেই গণেশ দেবতা রূপে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। যদিও গণেশোৎসবের সূচনা অজ্ঞাত। বাংলার দূর্গা পুঁজোর মতো মহারাষ্ট্রের বহুল জনপ্রিয় উৎসব গণেশ চতুর্থী ইতিহাস সাক্ষী মহারাষ্ট্রে সাতবাহন, রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যের রাজত্বকালে গণেশ উৎসব পালিত হতো। মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীই সর্বপ্রথম পুনে শহরে সার্বজনীন গণেশ উৎসব পালন করেছিলেন। এর আগে গণেশ গৃহ দেবতা হিসেবে পুজিত হতেন। সেই কারণে অধুনা পুনে শহরটিকে গণেশ উৎসবের পীঠস্থান বলে অবিহিত করা হয়।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় গণেশ পুঁজোর প্রচলন ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক। ১৮৯৩ সালে যে সময় বাংলার বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ধারালো যুক্তির মাধ্যমে বিশ্বজয় করেছিলেন আমেরিকার শিকাগো শহরে বসে, ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষে স্বদেশী ভাবনায় জাড়িত বাল গঙ্গাধর তিলক বাংলার দুর্গোৎসবের উত্তেজনা থেকে অনুপ্রানিত হয়ে গণেশ পুঁজোকে পুনরায় সার্বজনীন উৎসবে পরিনত করেছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করা। তখন থেকে গনেশ চতুর্থীর খ্যাতি ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এমন কোন দেবালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রযুক্তি কেন্দ্র পাওয়া যাবে না যেখানে গণেশ মূর্তি নেই। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় বিদেশেও যেমন — নেপাল, ফিজি, থাইল্যান্ড এবং জাপানেও গনেশ পুঁজোর প্রচলিত রীতি আছে। গণেশ ভাবনায় জাপান আরও এক কাঠি উপরে কারণ সেখানে গণেশ একাকী নয় সস্ত্রীক পুঁজিত হন। বোধহয় সেইজন্যেই হয়তো জাপান প্রযুক্তি বিদ্যায় জগৎ শ্রেষ্ঠ ! আয়ার ল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিন শহরে আছে গণপতি বাপ্পা উদ্যান। সেই উদ্যানে বিভিন্ন মুদ্রায় সংরক্ষিত আছে গণেশের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি। তিনি যে সর্ব মঙ্গলময় পার্বতীসুত সিদ্ধিদাতা গণেশ সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাহলে আসুন এই সুযোগে আমরা একসঙ্গে গণেশের ধ্যানটা সেরে “খর্ব স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং, প্রস্যন্দন্মদগন্ধ — লুব্ধ — মধুপ — ব্যালোল গন্ডস্থলম

দন্তাঘাতবিদারিতারি — রুধি রৈঃ সিন্দুর শোভাকরং, বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম।

দুর্নীতি-স্বজনপোষণের অভিযোগে তুলে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে পোস্টার বীরভূমে

সিউড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আবারও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও উপপ্রধানের বিরূদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়ল বীরভূমে। রবিবার সকালে দুবরাজপুরের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং দলের সাংসদ শতাব্দী রায়কে লেখা খোলা চিঠিতে দলের স্থানীয় নেতাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বীরভূমে সরব হলেন দলেরই একাংশ। এমনকী নাম না করে পোস্টারে জেলবন্দি জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকেও কটাক্ষ করা হয়েছে। ঘটনার জেরে রবিবার ছুটির সকালে শোরগোল পড়ে গিয়েছে দুবরাজপুরের যশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

এদিন সকালে দুবরাজপুর ব্লকের যশপুর পঞ্চায়েতের পছিয়াড়া ও যশপুর গ্রামে একাধিক পোস্টার দেখতে পান স্থানীয়রা। তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চন ও উপপ্রধানের পরিমল সৌয়ের বিরুদ্ধে পোস্টারে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে।

পোস্টারে লেখা রয়েছে, ‘কোনও আলোচনা ছাড়াই অঞ্চল সভাপতি রাজার রাজত্ব এগিয়ে চলছে। মাত্র দুজন মিলে পঞ্চায়েত চালাচ্ছে। এটার কী কোনও তদন্ত হবে না ?’ পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি কাঞ্চন পেশায় একজন গাড়িচালক হয়েও গত ৮ বছরে গাড়ি, বাড়ি, জমি, জায়গা, এমনকি আমবাগানও বানিয়ে ফেলেছেন। এই বিপুল সম্পত্তি কীভাবে হল তাও জানতে চাওয়া হয়েছে পোস্টারে। সাত সকালে এমন পোস্টার ঘিরে এলাকার রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, নাম না করে ‘রাজার রাজত্ব’ বলতে জেলবন্দি জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকেই বোঝাতে চেয়েছেন পোস্টারকারীরা। ঘটনার নেপথ্যে শাসকের গোষ্ঠী কোন্দলকেই দায়ী করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওটা দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি মুন্সি মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চনের দাবি, “কুৎসা করার জন্যই রাতের অন্ধকারে এমন পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। বিষয়টি দলের জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি।”

শুধু পুজো নয়, গর্ভপাত প্রতিরোধেও কাজে লাগে জবা

পুজোয় জবাফুলের চাহিদার কথা সকলের জানা। আবার ল্যান্ডস্কেপিংয়ে হেজ বা বেড়া গাছ হিসাবেও রোপণ করা হয় জবা গাছ। জবা থেকে নিষ্কাশিত তেল প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহার করা হয়। জবার নির্যাস চুল পড়া এবং খুশকি দূর করতে ব্যবহৃত হয়। সাবান, শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার, লোশন এবং ক্রিমের জন্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা জবাফুলের পাউডারের। জবা ফুলের মাংসল লাল ক্যালিক্স জ্যাম, জেলি এবং ঠান্ডা এবং উষ্ণ চা এবং পানীয় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জবা ব্যবহৃত হয়। আরও বহুবিধ ভেষজ গুণে সমৃদ্ধ জবা। লিখেছেন বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুল এবং ফল বিজ্ঞান বিভাগের গবেষক তনুশ্রী কোলে এবং রাজদীপ মোহন্ত।

চিকিৎসাশাস্ত্রে জবার গুরুত্ব:- আধুনিক যুগে জবা এখন একটি শোভাময় এবং নান্দনিক উদ্ভিদ হিসাবে বিবেচিত করা হয় কারণ এটি সারা ভারতেই বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন বাগানে জন্মায় এবং প্রায়শই ল্যান্ডস্কেপিংয়ে হেজ বা বেড়া গাছ হিসাবে রোপণ করা হয়। ইতিহাস জুড়ে এই ঔষধি গাছগুলিকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজকাল, বিভিন্ন ঔষধি গাছ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে জবা একটি শোভাময় উদ্ভিদ। ক্যানসার এবং ডায়াবেটিসের মতো বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এমন রাসায়নিক যৌগগুলিকে সংশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকার কারণে গাছগুলিকে ঔষধি গাছ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জবার চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে এবং এটি অনেক ভেষজ পানীয়ের একটি সাধারণ উপাদান। বিভিন্ন ওষুধে, লাল জবা ফুল ব্যবহার করা হয়।

উদ্বায়ী বা বান তেল নিষ্কাশনে জবার গুরুত্ব:-ভারতে, বিভিন্ন সক্রিয় রাসায়নিক উপাদানের উপস্থিতির কারণে এই উদ্ভিদের থেকে নিষ্কাশিত প্রয়োজনীয় তেল প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহৃত করা হয়। তেলটি ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা এবং নমনীয়তা রক্ষা করতেও সহায়ক এবং নিয়মিত ব্যবহার করলে বার্ধক্যের প্রভাব কমায়। এতে অনেক ভেষজ মিশ্রণ এবং পানীয় ব্যবহার করা হয়েছে। এর নির্যাস চুল পড়া এবং খুশকি দূর করতে ব্যবহৃত হয়। আরও, বিভিন্ন উদ্ভিদের অংশগুলি সংক্রমণের চিকিৎসা জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

শিল্পে জবার ব্যবহার:- সাবান, শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার, মুখোশ, লোশন এবং ক্রিমের জন্য পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা জবা ফুলের পাউডারের বাজারকে চালিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারত হচ্ছে জবা চাষের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র, যেখানে ৭০টিরও বেশি জাতের গাছ রয়েছে যা মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ। আফ্রিকা এবং প্রতিবেশী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশগুলিতে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। জবার ফুলগুলি থলি এবং পারফিউমে ব্যবহৃত হয়েছে। উত্তর নাইজেরিয়ার অঞ্চলে, জবা কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। জবা ফুলের মাংসল লাল ক্যালিক্স জ্যাম, জেলি এবং ঠান্ডা এবং উষ্ণ চা এবং পানীয় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর পাতা পালং শাকের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। পাতাগুলি প্রথাগত ওষুধে ইমোলিয়েন্ট এবং অ্যাপারিয়েন্ট হিসাবে জলন সংবেদক, চর্মরোগ এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। মিশরে, কার্ডিয়াক এবং স্নায়ু রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত উদ্ভিদ এবং মূত্রবর্ধক হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জাপানে, জবার পাতা ডায়রিয়া প্রতিরোধী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইরান, উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত টক চা। পশ্চিমা দেশগুলিতে, জবা ফুলগুলি প্রায়শই ভেষজ চায়ের মিশ্রণের উপাদান হিসাবে পাওয়া যায়। থাইল্যান্ডের লোকেরা তৃষ্ণা মেটাতে রোসেলের জুস খায়।

জবার প্রথাগত এবং থেরাপিউটিক ব্যবহার:- চিরাচরিতভাবে, জবা ফুলে টিউমার প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি এটি অ্যানালজেসিক, অ্যান্টিপাইরেটিক, অ্যান্টি-অ্যাজমাটিক এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এজেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং পাতাগুলি গর্ভপাত, গর্ভনিরোধক, মূত্রবর্ধক, মেনোরেজিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, গর্ভপাত প্রতিরোধের জন্য ব্যবহৃত হয়। এমমেনাগগস (শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, এগুলিকে কথোপকথনে “বিলম্বিত মাসিকের জন্য ভেষজ” হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, কখনও কখনও একটি অবাঞ্ছিত গর্ভাবস্থা দূর করার জন্য এই পরিভাষা ব্যবহার করা হয়), বেদনা, কাশি ইত্যাদি উপশমকারী বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু গবেষণায় পাওয়া গেছে জবার ফুলে জীবাণুনাশক (সিউডোমোনাস অ্যারুগিনোসা, এসচেরিচিয়া কোলাই-এর বিরুদ্ধে) এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যের (ক্যান্ডিডা অ্যালবিকান, অ্যাসপারগিলাস নাইজারের বিরুদ্ধে) উপস্থিতি প্রমাণ করেছে। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে যে জবার নির্যাস মুখের ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি এবং বিস্তারকে বাধা দেয়।

ফাইটোকেমিক্যাল বিশ্লেষণে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এই উল্লেখযোগ্য ক্যানসার প্রতিরোধী কার্যকলাপ বেশিরভাগই পাতায় ফ্ল্যাভোনয়েড এবং টেরপেনয়েড উপাদানের উপস্থিতির কারণে। হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে উৎপন্ন ফ্রি রাডিকেলগুলি টিস্যুর ক্ষতির অগ্রগতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কোনও পদার্থ যা এগুলি অপসারণ করার ক্ষমতা রাখে তাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বলা হয়। যেমন জবায় উপস্থিত ফাইটোকেমিক্যালস কোষের পদ্ধতি প্রণালী এবং উপাদানগুলিকে সাইটোটক্সিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। ফুলের রাসায়নিক সংযুক্তি বিভিন্ন গবেষণায় পরিবর্তিত হয়, ভিন্ন জাত, ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন ফসল কাটার সময় অনুযায়ী।

পুষ্টি উপাদান:-এতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি এবং ফাইবার সামগ্রী রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এগুলি ভিটামিন, আয়রন, বিটা-ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম, ফেনল, অ্যান্থোসায়ানিন ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। খাদ্য, খাদ্যশিল্প এবং চিকিৎসাতে ব্যবহারের চেয়েও এর সাংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং প্রতীকতা রয়েছে বিশেষ করে হাইতি, তাহিতি এবং হাওয়াইতে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টি, বাড়বে অস্বস্তি

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বঙ্গোপসাগরে পর পর ঘূর্ণাবর্তের জেরে সোমবার বিশ্বকর্মা পুজোয় দক্ষিণবঙ্গজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সেইসঙ্গে বাড়বে আদ্রার্তাজনিত অস্বস্তি।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

মৌসব ভবন বলছে, উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরির সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশার উপকূলেই সবথেকে বেশি পড়তে পারে প্রভাব।আংশিক প্রভাব থাকবে বাংলাতেও। তবে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় গোটা বাংলাতেই তাপমাত্রা ২ থেকে ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে খবর।একইসঙ্গে বজায় থাকবে আদ্রতাজনিত অস্বস্তি। বর্তমানে মৌসুমী অক্ষরেখা জয়সলমীর এরপর মধ্যপ্রদেশের উপর দিয়ে গিয়ে জামশেদপুর ও দিঘার উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। অন্যদিকে আবার একটি নিম্নচাপ রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের উপর। আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে সেটি গুজরাটের দিকে এগোতে পারে বলে জানাচ্ছে মৌসম ভবন। সোমবার কলকাতার আকাশ মোটের উপর মেঘলা থাকবে। তবে রোদের দেখাও মিলবে কিছু সময়।এদিন সকাল থেকে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একদিন আগে শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত সেখানে কোনও জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।বাতাসে জলীয় বাষ্পের আধিক্য থাকায় বাড়বে অস্বস্তি। বৃহস্পতিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা যোগী আদিত্যনাথের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে তার অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন।উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, মোদীকে 'নতুন ভারতের স্থপতি' হিসাবে অভিহিত করেন। যোগী আদিত্যনাথ লেখেন, উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর উৎসর্গ এবং দৃষ্টি অতুলনীয়।

যোগী, প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, ভারত মাতার মহান ভক্ত, নতুন ভারতের স্থপতি, ''এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত''-এর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ, প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আরও লেখেন, উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আপনার নিবেদন এবং দৃষ্টি অতুলনীয়। ভগবান শ্রী রামের কৃপায়, আপনি দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হন। আশীর্বাদ করুন যাতে আমরা সবাই যেন আপনার সফল নেতৃত্ব পেতে পারি, এটাই আমাদের প্রার্থনা। রবিবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপি ''সেবা পাখওয়াদা'' নামে একটি বিশেষ প্রচার শুরু করেছে।

গীতা মেহতার প্রয়াণে শোক প্রকাশ মোদী থেকে মমতার

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গীতা মেহতার প্রয়াণে শোকের ছায়া দেশের সব মহলে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকেই তাঁর পরিবারকে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন।

গীতা মেহতার প্রয়াণের দুঃসংবাদ পেয়ে নরেন্দ্র মোদী একটি শোক বার্তা পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ''আমি শোকাহত''। নিজের শোকবার্তায় মোদী লেখেন,'' তিনি একজন বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং লেখালেখির পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহের জন্য পরিচিত। তিনি প্রকৃতি এবং জল সংরক্ষণ সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন। আমি এই শোকের মুহূর্তে নবীনজির এবং সমগ্র পরিবারের সাথে। ওম শান্তি।''

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন ''লেখিকা গীতা মেহতার মৃত্যু সংবাদে শোকাহত। একজন বিশাল ব্যক্তিত্বের কন্যা, বিজু পট্টনায়েক এবং ওড়িশার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বোন ছিলেন তিনি। তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মৃত্যু আমাদের হতাশ করে। আমি নবীন পট্টনায়েক এবং তাঁর সমগ্র পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং পাঠকদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক।''

প্রসঙ্গত, গীতার লেখা একাধিক গ্রন্থ ব্যাপকভাবে সমাদৃত।'কর্ম কোলা', ''স্নেক'', 'ল্যাডার'', 'এ রিভার', 'সূত্র'', ''দ্য ইটারনাল গণেশা'' এমন বহু ধরনের বই তিনি লিখেছেন। যা পাঠক সমাজতে সমাদৃত হয়েছে।

দ্বারকা যাওয়ার দিল্লি বিমানবন্দর মেট্রো এক্সপ্রেস লাইনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রবিবার দিল্লি বিমানবন্দর মেট্রো এক্সপ্রেস লাইনের সম্প্রসারণের উদ্বোধন করেন। এই সম্প্রসারণের ফলে এখন থেকে দ্বারকা সেক্টর ২১কে যশোভূমি দ্বারকা সেক্টর ২৫ নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত মেট্রো স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে । উদ্বোধনের পর, তিনি ট্রেনে চেপে খানিকটা পথ অতিক্রম করেন । বর্ধিতকরণের জন্য যাত্রী পরিষেবা রবিবার বিকেল ৩টে থেকে শুরু হবে বলে মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

মোদী রবিবার দ্বারকায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টারের প্রথম ধাপ উন্মোচন করবেন। যা যশোভূমি নামে পরিচিত। এই সেন্টারটি ১৮.৯ লক্ষ বর্গ মিটারের বেশি প্রকল্প এলাকা ও ১.৮ লক্ষ বর্গ মিটারের বেশি বিল্ট আপ এলাকা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে। ভারত মন্ডপমের পরে প্রদর্শনী এবং সম্মেলনের জন্য এটি দ্বিতীয় সম্মেলন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটি সম্প্রতি সমাপ্ত হওয়া জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে বিশ্ব নেতাদের আয়োজক হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। দিল্লি ট্র্যাফিক পুলিশ রবিবার পশ্চিম দিল্লি, দ্বারকা এবং গুরগাঁওতে বেশ কয়েকটি যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কারণ এই সম্প্রসারণের ফলে আজ এনএইচ-৪৮-এ পাঞ্জাবি বাগ এলাকা, ইউইআর-আইআই, পেরাগড়ি, মীরা বাগ রোড এলাকায় যান চলাচল প্রভাবিত হবে।

উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুন

মুসৌরি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির ক্যামেল ব্যাক রোডের একটি হোটেলে রবিবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। পুলিশের এক আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

মুসৌরি থানার এসএইচও শঙ্কর সিং বিষ্ট জানিয়েছেন, আগুনে দুটি গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মুসৌরি ক্যামেল রোডের রিং হোটেলে আগুনের কারণে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগুন লাগার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন আসে। হোটেল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন নেভাতে দমকল কর্মীদের বেশ বেগ পেতে হয়। এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে। ক্যামেল ব্যাক রোডের রিং হোটেলে মেরামতির কাজ চলছিল সেকারণে হোটেলটি খালি ছিল। তারফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

নতুন সংসদ ভবনে পতাকা উত্তোলন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার নতুন সংসদ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। তার আগেই নতুন সংসদ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও।

অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংবাদিকদের জগদীপ ধনখড় বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যুগের পরিবর্তনের সাক্ষী ভারত। ভারতের শক্তি ও অবদানকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দিচ্ছে বিশ্ব। আমরা এমন একটি সময়ে বাস করছি, যেখানে আমরা উন্নয়ন দেখছি।

কংগ্রেসে নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধীর অনুপস্থিতি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি বলেন, তিনি তার দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং এটাই যথেষ্ট।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু সম্মাননীয় ও রাজনৈতিক নেতারা। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও।

মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লিখেছেন, 'মোদীজির মধ্যে নেতৃত্ব, সংবেদনশীলতা ও পরিশ্রমের বিরল সংমিশ্রণ দেখা যায়। মোদীজি দেশের ভাবনার স্কেল ও সাইজকে বদলে দিয়েছেন। আর তার ফলেই করোনা টিকা হোক কিংবা চন্দ্রযান ৩-এর সাফল্য, আজ আমাদের তেরঙ্গা বিশ্ব জুড়ে উড়তে শুরু করেছে।'এদিকে বিজেপির দলীয় কর্মী ও নেতারা এদিন মহা সমারোহে মোদীর জন্মদিন পালনের নানা পরিকল্পনা করেছেন। সারাদিন ধরেই চলবে উদযাপন। এদিনই প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন 'পিএম বিশ্বকর্মা' প্রকল্পের। কারিগর ও শিল্পীদের সাহায্যার্থে এই প্রকল্পে সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টার তথা যশোভূমির উদ্বোধনও করবেন মোদি। তাছাড়া দ্বারকা সেক্টর ২১ ও নতুন মেট্রো স্টেশন দ্বারকা সেক্টর ২৫-কে সংযোগকারী সড়কেরও উদ্বোধন করবেন তিনি। এদিন শুরু হতে চলেছে 'সেবা পাখওয়ারা'ও। চলবে ২ অক্টোবর পর্যন্ত।

প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনে শুভেচ্ছাবার্তা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন। এদিন সকাল থেকেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে বহু সম্মাননীয় ও রাজনৈতিক নেতারা। এদিন এক্স হ্যান্ডেলে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

রবিবার তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।''

এদিকে, রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি এদিন নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর সুস্থতা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করি।'' শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীও। তিনি বলেন, ''আমি তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। উনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সুস্থতা কামনা করি।''

জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, ''আজকে হয়তো উনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের জন্মদিন পালন করছেন। আমি তাঁর সুস্থ এবং সুখি জীবনের কামনা করি। কিন্তু, আগামী বছর তাঁকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জন্মদিন পালন করতে হবে।''

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁর ৭৩-তম জন্মদিনে অভিনন্দন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁর ৭৩ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রবিবার এক্স''-এ পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি লিখেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী গদ্রখন্তদ্রদ্রত্মন্খদ্বদ্রত্ম কে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনি আপনার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করুন। আপনি সবসময় সুখী, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করুন এবং আপনার দুর্দান্ত নেতৃত্বের মাধ্যমে আপনি দেশবাসীর উপকার করুন''।

এদিকে পুনের একজন বিজেপি কর্মী প্রধামন্ত্রীর ৭৩তম জন্মবার্ষিকীতে শস্য এবং বাজরা ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতিকৃতি তৈরি করে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ওই বিজেপি কর্মীর নাম কিশোর তরওয়াদে। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিকৃতিটির আকার ১০ড়১৮ ফুট এবং এটি প্রায় ৬০ কেজি শস্য দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। যেমন গম, মসুর এবং বাজরা, রাগি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।প্রতিকৃতিটি ১৬ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুনে শহরের কালিকা মাতা মন্দির ভবনে প্রদর্শন করা হবে।এটি দেখার জন্য কোনও অর্থ লাগবে না।

বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষে দেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি কারিগরদের তাদের প্রতিভা ও কঠোর পরিশ্রমের জন্য অভিনন্দনও জানান। নরেন্দ্র মোদী এক্স-এর মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছেন, ''ভগবান বিশ্বকর্মার জন্মবার্ষিকীতে আপনার পরিবারের সকল সদস্যকে অনেক অনেক অভিনন্দন। আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই সমস্ত কারিগর এবং নির্মাতাদের, যারা তাদের নিষ্ঠা, মেধা এবং কঠোর পরিশ্রম দিয়ে সমাজের উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন''।

বিশ্বকর্মা জয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কারিগরদের সুবিধার জন্য পিএম বিশ্বকর্মা স্কিম চালু করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ নয়াদিল্লির দ্বারকার ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অ্যান্ড এক্সপো সেন্টারে এই প্রকল্পটি চালুর অনুষ্ঠানটি হবে।এই প্রকল্পটি চালু হলে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে যেসব কর্মীরা নিযুক্ত আছেন তাঁরা উৎসাহিত হবে।

৭৭-তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময়, মোদী ঘোষণা করেছিলেন, সরকার শীঘ্রই ঐতিহ্যগত কারুশিল্পে দক্ষ ব্যক্তিদের জন্য একটি প্রকল্প চালু করবেন।

আবুধাবিতে যাওয়ার পথে বিমানের জরুরি অবতরণ দিল্লি বিমানবন্দরে

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে লখনউ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর আবুধাবিতে যাওয়ার পথে ইন্ডিগোর একটি বিমানের জরুরি অবতরণ করা হল দিল্লি বিমানবন্দরে। শনিবার রাতে বিমানটির ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা গেলে রাজধানীর বিমানবন্দরে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন পাইলট।

১৫৫ জন যাত্রী নিয়ে লখনউ থেকে আবুধাবির পথে রওনা দিয়েছিল ইন্ডিগোর একটি বিমান। কিন্তু মাঝ আকাশে উঠতেই ইঞ্জিনে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দেয়। পাইলট ঝুঁকি না নিয়ে নিকটবর্তী দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, বিমানে 'হাইড্রলিক ফেলিওর' হয়েছিল। তার জেরেই যান্ত্রিক গোলমাল এবং দিল্লিতে জরুরি অবতরণ। যদিও যাত্রীরা সকলেই সুরক্ষিত। বিমানের ত্রুটি মেরামত করার পর গভীর রাতে দিল্লি থেকে আবার আবুধাবির উদ্দেশে উড়ে যায় বিমানটি বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

প্রয়াত স্বনামধন্য লেখিকা, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর বোন গীতা মেহতা

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : স্বনামধন্য লেখিকা তথা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কের বোন গীতা মেহতা প্রয়াত। শনিবার নয়া দিল্লিতে ৮০ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

সাহিত্যের জগত ছাড়াও ও চলচ্চিত্রকার হিসাবেও তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। ১৯৪৩ সালে বিজু পট্টনায়ক ও জ্ঞান পট্টনায়কের কন্যা গীতার জন্ম হয়েছিল দিল্লিতে। ভারতে পড়াশোনা শেষ করে ইউকে-র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন গীতা।ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম নাম বিজু পট্টনায়কের মেয়ে গীতা বহু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। বোন গীতার প্রয়াণবার্তা শুনে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হন নবীন পট্টনায়ক।

সাত সকালে হরিদেবপুরে বোমাতঙ্ক

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবারের সাত সকালে বোমাতঙ্ক ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো হরিদেবপুর এলাকায়। এদিন ভ্যাটে একটি তার জড়ানো জিনিস দেখে সাফাইকর্মীদের অনুমান জিনিসটি একটি টাইম বোম। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় হরিদেবপুর থানায়। খবর দেওয়া হয়েছে বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডে।

জানা গিয়েছে, সাফাইকর্মীরা জঞ্জাল পরিষ্কারে এসে বস্তুটি দেখতে পান। তাদের দাবি, ওটি একটি টাইম বোম। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে তারা সেখান থেকে সরে আসেন। এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে বোমা থাকার আতঙ্ক। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় পৌঁছয় হরিদেবপুর থানার পুলিশ। তারা সন্দেহজনক ওই বস্তুটি ধীরে ধীরে সাবধানে তুলে জলের বালতিটিতে চুবিয়ে রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

প্লাস্টিকের ব্যানারে মোড়া শহর নয়, দুর্গাপুজোয় বিজ্ঞাপনের বার্তা লেখা হোক কাপড়, ক্যানভাসেই

২০২২ সাল থেকে ইউনেস্কোর ''ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ''-এর তালিকায় ঢুকে পড়েছে কলকাতার দুর্গাপুজো। তা নিয়ে বাঙালিদের উত্তেজনার খামতি নেই। মাস গড়ালেই আবার পুজো আসছে। চারদিকে এখন থেকেই সাজ সাজ রব। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপসজ্জার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। আর শুরু হয়ে গিয়েছে মণ্ডপের বাইরে এলাকা জুড়ে ফ্লেক্স, ব্যানার, হোর্ডিং লাগানোর কাজ।
একটা সময় ছিল যখন বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে লোকে পুজোর ভিড় উপভোগ করতেন, তবে এখন আর সেই সুযোগ নেই। গোটা শহর যেন প্লাস্টিকের মোড়কে ঢেকে যায়, পুজোর ক'দিন। সোনার গয়না থেকে অন্তর্বাস, টিএমটি বার থেকে তামাকজাত পদার্থ বিভিন্ন সংস্থার প্লাস্টিকের হোর্ডিং ইতিমধ্যেই লাগানো শুরু হয়ে গিয়েছে শহরের নানা প্রান্তে। এই সব হোর্ডিং, ব্যানার মূলত তৈরি হয় পিভিসি (পলি ভিনাইল ক্লোরাইড) দিয়ে। পুজোর পর সেই সব হোর্ডিং খুলে ধাপার মাঠে পোড়ানো ছাড়া উপায় নেই। আর তাতেই বাড়ছে পরিবেশ দূষণের মাত্রা। পুজোর ক'দিন পরিবেশ বাঁচাতে মৃত্তিকা আর্দি টক্স ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর সোমিনী সেন দুয়া, পরিবেশকর্মী স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ, ''আর্থডে ডট ওআরজি''-র অধিকর্তা অজয় মিত্তল মিলিত ভাবে উদ্যোগী হয়েছেন। দুর্গা পুজোয় প্লাস্টিকের ব্যানার ব্যবহারের বিষয় জনগণকে আরও সতর্ক করতে অজয় সমাজ ও পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংস্থা

''চেঞ্জ ডট ওআরজি''-তে একটি পিটিশন ফাইল করেছেন ইতিমধ্যেই। পিটিশনে কলকাতা পুরসভার কাছে উৎসবের মরসুমে শহর জুড়ো প্লাস্টিকের ব্যানার, ফ্লেক্স ব্যবহার ও ফেলে দেওয়ার বিষয় যথাযথ নির্দেশিকা জারি করার জন্য আবেদন করা হয়েছে।
(বাঁ দিক থেকে) স্বাতী নন্দী , অজয় মিত্তল, সোমিনী সেন দুয়া।
অজয়ের এই উদ্যোগে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন স্বাতী ও সোমিনী। এ বিষয় স্বাতী বলেছেন, ''পুজোর সময়ে বাড়ির সামনের গাছপালাগুলি ঢেকে যায় ব্যানারে। গোটা শহরে যেন তৈরি হয় এক দমবদ্ধকর পরিস্থিতি। পিভিসি দিয়ে এই প্লাস্টিকের ব্যানারগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন করার উপায় নেই। শেষমেশ ধাপার মাঠে গিয়ে পোড়ানো হয় সেগুলি, যাতে একসঙ্গেই বায়ু, জল, মাটিকে দূষিত করছে সমান তালে। আমাদের উচিত ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পরিবেশকে রক্ষা করা। পুজোর সময়ে ব্যাবসা করতে গিয়ে প্রকৃতির বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য পুজোমণ্ডপগুলিকে খানিকটা উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন সংস্থাগুলি ব্যানারের জন্য চাইলেই প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার করতে পারে। তাতে হয়তো সামান্য খরচ বেশি, তবে পরিবেশকে বাঁচাতে এই কাজ না করলেই নয়। এ ক্ষেত্রে জুট, কাপড়, ক্যানভাসের ব্যানার বিকল্প হতে পারে। ডিজিটাল মাধ্যমেও তো প্রচার চালানো যায়। আমাদের কাছে বিকল্প আছে, তবে সচেতনতার অভাব রয়েছে। দুর্গাপুজোর সময়ে মানুষ মণ্ডপে মণ্ডপে শিল্পকর্ম দেখতে পছন্দ করেন, ব্যানারে মোড়া দেওয়াল নয়। অজয় বলেন, সরকারের উচিত পুজো কমিটিগুলিকে একটি নির্দেশিকা তৈরি করে দেওয়ার। যেখানে তাঁরা মোট কতগুলি ব্যানার ব্যবহার করতে পারবে এবং ক'ধাপে ব্যানার ব্যবহার করতে পারবেন, সেই বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করা হবে। এ পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে এখনই। এক দিনেই সব প্লাস্টিকের ব্যানার বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সোমিনী পুজো কমিটিগুলির কাছে আবেদন জানিয়েছেন, যে পুজোর পর যাতে ব্যানারগুলি না পুড়িয়ে অন্য কোনও কাজে ব্যবহার করা যায়, সেই দিকে নজর দিতে। পাড়ায় পাড়ায় চা দোকানের উপর ছাউনি তৈরি করতে, রাস্তার কুকুরদের আশ্রয় বানাতে এই ব্যানারগুলি কাজে আসতে পারে। সোমিনী বলেন, এই সব প্লাস্টিকের ব্যানার দুর্গাপুজোর শোভা বাড়ায় না। কলকাতা পুজোগুলিকে আরও বেশি নান্দনিক করে তুলতে প্লাস্টিকের বদলে কাপড়, চট, এমনকি উত্তরীয় দিয়েই ব্যানার বানিয়ে ফেলা যায়।

গণেশের ভোগের থালায় রাখুন ঘরে বানানো মোদক

সামনেই গণেশ চতুর্থী। গণেশের আগমণ মানেই পুজোর মরসুমের সূত্রপাত। পুজো হবে আর মিষ্টিমুখ হবে না, তাই কখনও হয় নাকি! বিভিন্ন পুজোয় মিষ্টির রকমও বিভিন্নলক্ষ্মীপুজোয় নারকেল নাড়ু, জন্মাষ্টমীতে তালের বড়া ছাড়া অসম্পূর্ণ। তেমনই গণেশ পুজোতে মোদক হওয়া চাই-ই-চাই। তাঁর আর এক নামই তো মোদকপ্রিয়।
তাই এই গণেশ পুজোয় বানিয়ে ফেলুন সিদ্ধিদাতার প্রিয় মোদক, তবে তাতে থাকুক চকোলেটের টুইস্ট। রইল চকোলেট মোদকের রেসিপি।
উপকরণ: মাখন: ৪ টেবিল চামচ

ডার্ক চকোলেট: ১ কাপ কনডেন্সড মিল্ক: আধ কাপ ভেনিলা এসেন্স: ১ টেবিল চামচ খোয়াক্ষীর: ১ কাপ আখরোটের গুঁড়ো: ২ টেবিল চামচ নারকেলের গুঁড়ো: আধ কাপ
প্রণালী: একটি প্যানে মাখন গরম করে নিন। এ বার মাখনের সঙ্গে ডার্ক চকোলেট মিশিয়ে ভাল করে গলিয়ে নিন। চকোলেট গলে গেলে একে কনডেন্সড মিল্ক, ভেনিলা এসেন্স মিশিয়ে নিন। মিনিট খানেক পরে খোয়াক্ষীর, আখরোটের গুঁড়ো, নারকেলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। মিনিট পাঁচেক পাক দেওয়ার পর মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে থালায় ঢেলে খানিকটা ঠান্ডা করে নিন। এ বার ছোট ঠোট গোলা বানিয়ে বাজার থেকে কেনা মোদকের ছাঁচে ফেলে মোদক বানিয়ে নিন। উপর থেকে নারকেলের গুঁড়ো ছড়িয়ে গণপতির সামনে ভোগের থালা পরিবেশন করুন।

প্রোটিনে ভরপুর খাবার কেনা মানেই প্রচুর খরচ

ওজন কমানো হোক কিংবা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি শরীরে প্রোটিনের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া জরুরি। সুস্থ থাকার অন্যতম উপায় হল প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া। প্রোটিনের ঘাটতি নানা শারীরিক সমস্যার জন্ম দেয়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোটিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবার বেশি করে খাওয়া জরুরি।
প্রোটিন আছে, এমন খাবার রোজ রোজ খাওয়া মানেই পকেট ফাঁকা হয়ে যাওয়া অনেকেরই এমনটাই ধারণা। মাছ, মাংস, শৌখিন ফলের মতো খাবারেই প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে। সে কথা ভুল নয়। পাশাপাশি জেনে রাখা জরুরি, এমন অনেক খাবারই প্রোটিনে ভরপুর, যেগুলি মধ্যবিত্তের হেঁশেলেই থাকে। রইল তেমন কয়েকটি কম দামি কিন্তু স্বাস্থ্যকর এবং প্রোটিনে সমৃদ্ধ খাবারের হদিস।
ডাল
বাঙালি বাড়িতে রোজকার খাবারে

ডাল থাকেই। ডাল হল প্রোটিনের সমৃদ্ধ উত। এক কাপ সিদ্ধ ডালে প্রায় ১৬ থেকে ১৮ গ্রাম প্রোটিন থাকে। পাশাপাশি ছোলা, রাজমা ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু, এই ধরনের প্রোটিন হজম করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সব ধরনের ডালই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাওয়া উচিত। ডাল ছাড়া অন্যান্য শস্যের মধ্যে কিনোয়া প্রোটিনের একটি ভাল উত। এতে একই সঙ্গে প্রায় ১৮ ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়।
দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার
দুধ অত্যন্ত সুষম খাদ্য। এক কাপ গরুর দুধে প্রায় ৩.৪ গ্রাম প্রোটিন থাকে। আবার ১০০ গ্রাম পনিরে পাওয়া যায় প্রায় ২৩ গ্রাম প্রোটিন। ফলে প্রোটিনের উত হিসাবে দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ অত্যন্ত উপযোগী। তাই দুগ্ধজাত খাবার বেশি করে খাওয়া জরুরি।
সবুজ শাকসব্জি প্রোটিনের জন্য শুধু নয়, সার্বিক সুস্থতার জন্যও সবুজ শাকসব্জি বেশি করে খাওয়া জর৺রি। এমন অনেক সব্জি রয়েছে, যেগুলিতে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি। ব্রকোলি, পালংশাকের মতো শাকসব্জিতেও প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম ব্রকোলি ও পালংশাকে প্রায় ৩.৫ গ্রাম প্রোটিন থাকে। যদি এই ধরনের সব্জি যদি নিয়ম করে খেতে পারেন, তা হলে প্রোটিনের ঘাটতি হবে না।
খিচুড়ি-প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে খিচুড়ি তৈরি করা সবচেয়ে ভাল। এটা তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় এবং এমন কিছু খরচসাপেক্ষও নয়। এবং এতে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং ভিটামিন (সব্জি ব্যবহার করতে হবে) রয়েছে ভরপুর। সঙ্গে অবশ্য একটু দেশি ঘি যোগ করতে হবে। তা হলে একই খাবার থেকে প্রয়োজনীয় ফ্যাটও পেয়ে যাবেন।

কোমরের মেদ, সমাধান আছে যোগাসনে

"রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি" দেখতে গিয়ে আর কিছু না হোক, এ বার পুজোয় কেমন শাড়ি কিনবেন, তার একটা আন্দাজ আগে থেকেই করে ফেলেছেন। তাঁত, সিল্ক, জামদানি থাক বা না থাক, শিফন থাকবেই। আর অনেক দিনের শখ ক্রপটপ পরার। সেই সাধও এই পুজোতেই মিটিয়ে নেবেন বলেই ভেবেছেন। কিন্তু সিল্কের শাড়ি পরে যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, শিফন পরেও তো তা-ই হবে।
নিজের অস্বস্তি থেকেই সিল্কের শাড়ি পরে আয়নার সামনে গিয়ে বার বার পিছন ঘুরে দেখেন। ফুলেফেঁপে থাকা কোমর, ঊরুর জন্য খুব চাপা পোশাক পরতে অস্বস্তিতে পড়তে হয়। মুখে না বললেও জিমে যাওয়া বন্ধুদের নজর গিয়ে পড়ে ও দিকেই। পুজোর আগে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। এ সময়ে নিয়ম করে কয়েকটি যোগাসন অভ্যাস করতে পারলেই তলদেশের ভার কমতে পারে। ঊরু, পায়ের পেশির টান টান হয়ে উঠতে পারে।
১) উৎস্টাসন
প্রথমে সমস্থিতির মতো অবস্থানেই

দাঁড়ান। তার পর হাঁটু ভেঙে, কোমর সামান্য ঝুঁকিয়ে, শরীরকে চেয়ারের মতো অবস্থায় রাখুন। দুই হাত মাথার উপর তুলে নমস্কার করার ভঙ্গিতে রাখুন। প্রথমে বেশি ক্ষণ না পারলেও ৫ বার করে ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত ধরে রাখার চেষ্টা করুন।
২) বৃক্ষাসন
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজের দু'টি হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে বুকের কাছে আনুন। তার পর শরীরের ভারসাম্য রেখে নিজের ডান পায়ের হাঁটু ভাজ করে পায়ের পাতাটি বাঁ পায়ের ঊরুর উপর আনুন। ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড সোজা রেখে নিজের হাত নমস্কারের ভঙ্গিতে সমান ভবে মাথার উপর নিয়ে যান। ৩০ সেকেন্ড এই ভঙ্গিতে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকুন। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন ও পা বদল করে নিয়ে পুনরায় করুন। খুব সহজ এই আসনটি ছোট থেকে বড় সকলেই নিয়মিত করতে পারেন।
৩) সেতুবন্ধনাসন
প্রথমে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাঁটু ভাঁজ করে পা দু'টি নিতম্বের কাছে রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে মাটি থেকে কোমর তুলে ধরুন। দুই হাত টান টান করে, গোড়ালি স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এই অবস্থানে ১০ সেকেন্ড থাকুন। ৪ থেকে ৫ বার এই ভাবে অভ্যাস করুন।
৪) জানুশীর্ষাসন
প্রথমে সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসুন। এ বার একটি পা পাশাপাশি ভাঁজ করে অন্য পায়ের কাছে রাখুন। একই পদ্ধতিতে গভীর শ্বাস নিয়ে কোমরের অস্থিসন্ধি থেকে শরীরটা টেনে সামনের দিকে ঝুঁকতে চেষ্টা করুন। যে পা সামনের দিকে ছড়িয়ে রেখেছেন, সেই হাঁটুতে মাথা স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। একই ভাবে দু'পায়ে এটা করার অভ্যাস করুন।
৫) বীরভদ্রাসন
দুই পা দু''দিকে পর্যাপ্ত দূরত্বে ছড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান। দু'হাত কান বরাবর উপরের দিকে তুলে নমস্কারের ভঙ্গিতে দাঁড়ান। হাত যেন একদম সোজা ও আকাশের দিকে মুখ করা থাকে। এর পর এক দিকে ঘুরে সেই দিকের হাঁটু ধীরে ধীরে ভাঁজ করুন। পিছনের পা ও শরীর সোজা রেখে উপরের দিকে তাকান। ২০ সেকেন্ড স্থির হয়ে থেকে কুড়ি সেকেন্ড বিশ্রাম নিন, তার পর অন্য দিকে আবার করুন ২০ সেকেন্ডের জন্য।

নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ৫ কৌশল

উচ্চ রক্তচাপ হানা দেয় নিঃশব্দ ঘাতকের মতো। অথচ দৈনন্দিন অনেক কাজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এই সমস্যার বীজ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) বলছে, বিশ্ব জুড়ে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষেরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপজনিত নানা জটিলতার কারণে প্রাণ হারান। অনেকেই হয়তো জানেন, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে গেলে রক্তচাপে হেরফের হয়।
আবার অনেকের ধারণা, দৈনিক ভাতঘুমের অভ্যাসও নাকি বাড়িয়ে দিতে পারে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা। ডেকে আনতে পারে স্ট্রোক ও হৃদ্রোগের মতো অসুখ। এ ছাড়াও আর কোন কোন অভ্যাসে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে? রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া। ১) অস্বাস্থ্যকর

খাবার:- রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ হল, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া। অতিরিক্ত নুন, চিনি দেওয়া প্যাকেটজাত খাবার, প্রক্রিয়াজাত ভাজা খাবার নিয়মিত খেলে রক্তচাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।
২) শরীরচর্চার অভাব:- উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়ে যায় শরীরচর্চার অভাবে। সময়ের যদি অভাব থাকে, সে ক্ষেত্রে নিয়মিত হাঁটাহাটি করলেও খানিকটা উপকার মিলতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শারীরিক ভাবে সক্রিয়দের হার্টের স্বাস্থ্য শরীরচর্চায় অনভ্যস্তদের তুলনায় ভাল। ৩) তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার:- শুধু ধূমপান নয়, তামাকজাত যে কোনও দ্রব্যের ব্যবহারই শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। দীর্ঘ দিন ধরে এই সমস্ত দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করলে তা রক্তবাহিকাগুলির পথ সরু করে দেয়। ফলে রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। ৪) অতিরিক্ত মদ্যপান:- চিকিতকেরা বলছেন, অতিরিক্ত মদ্যপানের সঙ্গে হার্টের স্বাস্থ্যের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। তাই মদ্যপান করলেও তার পরিমাণ যেন নিয়ন্ত্রণে থাকে। ৫) মানসিক চাপ:- ঘরে-বাইরে কাজের চাপ বা উদ্বেগ যদি মনের উপর প্রভাব ফেলে, সে ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রতিটি মানুষকেই নিয়মিত ধ্যান, যোগচর্চা করার নিদান দিয়েছে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেল।

"মিনারেল ওয়াটার" কেনার খরচ বেশি, পদ্ধতি জেনে নিলে বাড়িতেই তৈরি করে নিতে পারেন

বাইরে গেলে সব সময় ব্যাগে জল বহন করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তেষ্টা মেটাতে অগত্যা দোকানের "মিনারেল ওয়াটার" ভরসা। তা ছাড়া বর্ষায় জলবাহিত রোগের ঝুঁকি বেশি থাকে। পেটখারাপ, টাইফয়েড, ডায়েরিয়ার মতো রোগের জীবাণু জলের মাধ্যমেই শরীরে প্রবেশ করে। তাই এই সময় সুস্থ থাকতে মিনারেল ওয়াটার খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা।
গোটা বর্ষাকাল যদি মিনারেল ওয়াটার খেতে পারেন, তা হলে সুস্থ থাকা সম্ভব। কিন্তু বোতলবন্দি এই জল দোকান থেকে কিনতে গেলে অনেকটাই খরচ পড়ে। প্রতি দিন মিনারেল ওয়াটার খেতে হলে ফতুর হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু জানেন কি, বাড়িতেও তৈরি করে নেওয়া যায় মিনারেল ওয়াটার। পদ্ধতি জানা থাকলে শুধু বর্ষাকাল নয়, সারা বছরই বাড়িতে তৈরি করে মিনারেল ওয়াটার খেতে পারেন। কী ভাবে বানাবেন? প্রথমে একটি পরিষ্কার পাত্র নিন। পাত্রে কোনও নোংরা থাকলে চলবে না। এ বার পাত্রে ১ লিটার জল নিন। তাতে মেশান ২ চামচ মতো বেকিং সোডা। কিছু ক্ষণ পর ১ চামচ এগসম সল্ট এবং ১

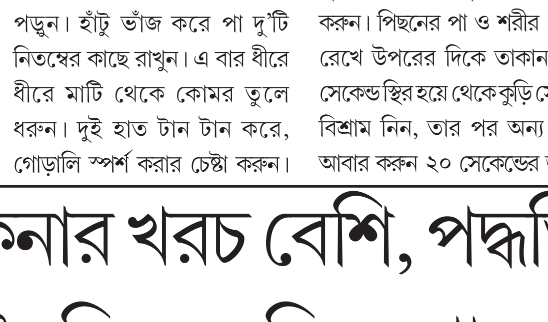

চামচ পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট মেশান। উপকরণগুলি জলে ভাল করে মিশিয়ে নিলেই মিনারেল ওয়াটার তৈরি। এই জল শরীরে ইলেক্ট্রোলাইটের মাত্রা বৃদ্ধি করে। শরীরের আর্দতা বজায় রাখে। তা ছাড়া এই জলে থাকা পটাশিয়াম, এগসম সল্ট হৃদ্যন্ত্রের খেয়াল রাখে। হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়াও ডায়েরিয়া, পেটখারাপ, বুকজ্বালা, এমনকি আর্থাইটিসের মতো শারীরিক সমস্যাও দূরে রাখে মিনারেল ওয়াটার।

ডায়াবিটিস আছে? মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে না রাখতে পারলেই বিপদ বাড়বে

মানসিক অবসাদের সঙ্গে কি ডায়াবিটিসের আদৌ কোনও যোগ রয়েছে? আছে।
চিকিৎসকদের মতে, কোনও ব্যক্তি যদি ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হন, তা হলে যেমন তাঁর মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়, ঠিক তেমনই কোনও ব্যক্তি মানসিক অবসাদে আক্রান্ত হলে তাঁর ডায়াবিটিস হওয়ার আশঙ্কাও বাড়ে। কোনও ডায়াবেটিক রোগী যদি হতাশা বা উদ্বেগে ভোগেন, তখন তাঁর শরীরে যে সব হরমোনের ক্ষরণ হয়, তা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। দেখে নিন, কী ভাবে একটি রোগ ডেকে আনতে পারে আর একটিকে। ১) ডায়াবিটিস রোগ এক বার শরীরে

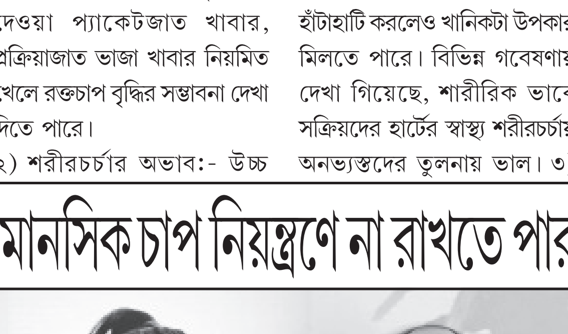

বাসা বাঁধলে তার হাত ধরে একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়ে। ফলে রোগীর মনে ঢুকে যেতে পারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তা থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। ২) ডায়াবিটিসের কবলে পড়লে খাদ্যাভ্যাসে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে বাধ্য হন রোগী। কেউ যদি খেতে খুব ভালবাসেন আর হঠৎ চিকিৎসক তাঁর পছন্দের সব খাবারেই নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, সেই আকস্মিক পরিবর্তন মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। ৩) মানসিক চাপ ও মানসিক অবসাদের মতো সমস্যা শরীরে হরমোন ক্ষরণকে প্রভাবিত করে। হরমোনের ভারসাম্য বিগড়ে গেলে তা ডায়াবিটিস রোগীদের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ৪) মানসিক অবসাদের ফলে দৈনন্দিন জীবনে একাধিক পরিবর্তন আসতে পারে। অনেকেই মানসিক অবসাদে ভুগলে অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান শুরু করেন। এই অভ্যাসগুলি ছাড়াও দেখা দিতে পারে শরীরচর্চায় অনীহা কিংবা খাদ্যাভ্যাসের অনিয়ম। এই সব কাজ কিন্তু ডায়াবিটিসের রোগীদের পক্ষে মোটেও ভাল নয়। এই অভ্যাসগুলি ডায়াবিটিসের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিনকে সেবা পাখওয়াদা হিসেবে পালন বিজেপির

ভোপাল, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনকে সেবা পাখওয়াদা হিসেবে পালন করছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এই উদ্যোগ রবিবার থেকে শুরু হবে (প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন) এবং চলবে ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিন পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে, ভোপালে দলের রাজ্য অফিসে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিত্ব এবং কাজের উপর আলোকপাত করে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। যার উদ্বোধন করবেন জাতীয় কো-অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রকাশ, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিতানন্দ শর্মা।

বিজেপির রাজ্য মিডিয়া ইনচার্জ আশিস আগরওয়াল বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে ২৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আয়ুষ্মান ভাব সপ্তাহের আয়োজন করা হবে। যার অধীনে রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। যুব মোর্চা প্রতিটি জেলায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করবে এবং দলের মেডিকেল সেল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করবে।

সেবা পাখওয়াদা চলাকালীনই ২৫ সেপ্টেম্বর পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, প্রতিটি দলীয় কার্যালয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে এবং সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে।বুথের ক্ষমতায়ন নিয়ে কাজ করার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা অভিযানও পরিচালিত হবে এবং গান্ধী জয়ন্তীর দিন ২রা অক্টোবর সেবা বস্তি যোগাযোগ কর্মসূচির সাথে পাক্ষিক কর্মসূচিও পরিচালিত হবে।

কাজের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদন বিশ্বকর্মা পূজার মূল উপাদান : প্রবীণ চন্দ্র ঝা

হরিদ্বার, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) হস্তশিল্প, শিল্প, প্রকৌশল এবং স্থাপত্যের দেবতা বিশ্বকর্মার জয়ন্তীতে আজ বিএইচইএল হরিদ্বারে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে, বিএইচইএল, এইচইইপি এবং সিএফএফপি উভয় ইউনিটে 'শ্রী বিশ্বকর্মা পূজার' আয়োজন করা হয়েছিল। বিএইচইএল হরিদ্বারে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর প্রবীণ চন্দ্র ঝা উভয় ইউনিটে আয়োজিত পূজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে সকল কর্মচারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রবীণ চন্দ্র ঝা বলেন, বিশ্বকর্মা পূজা আমাদের এই বার্তা দেয় যে, মানব জগতের কল্যাণে করা প্রতিটি কাজই ঈশ্বরের পূজা করার মতো। নিঃস্বার্থ কাজের চেতনার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, ভালো কাজের ফল সবসময়ই আনন্দদায়ক হয়। কাজের প্রতি সম্পূর্ণ নিবেদন বিশ্বকর্মা পূজার মূল উপাদান।

এ উপলক্ষে সিএফএফপি-এর মহাব্যবস্থাপক ভি.কে. রায়জাদাসহ অন্যান্য মহাব্যবস্থাপক, ঊর্ধতন কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং ইউনিয়ন, সমিতি ও ফেডারেশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিলিগুড়িতে ৩০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার ছয়

শিলিগুড়ি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিলিগুড়িতে ৩০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ ধৃত ছয় পাচারকারী। শনিবার রাতে এসওজি ও শিলিগুড়ির প্রধান নগর থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ ছয় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

ধৃতেরা পরিমল রায়, বাবর আলী, গফর আলী, সেলিম শেখ, তাজিবুর রহমান ও কারিবুল ইসলাম। অভিযুক্তদের মধ্যে বাবর, গফর, সেলিম, তাজিবুর ও করিবুল মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা এবং পরিমল নকশালবাড়ির বাসিন্দা।

জানা গেছে, মুর্শিদাবাদ থেকে বাবর এবং গফর দু'জনেই ব্রাউন সুগার নিয়ে শনিবার শিলিগুড়ি পৌঁছেছিলেন। ব্রাউন সুগার ডেলিভারির জন্য দার্জিলিং মোড়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। এরপর পরিমল রায় তার বাইকে করে ব্রাউন সুগারের ডেলিভারি নিতে আসে। এরপর এসওজি ও প্রধান নগর থানা পুলিশ বাবর আলি, গফর আলি ও পরিমল রাইকে আটক করে। তল্লাশি করে তিনজনের কাছ থেকে দুই কেজি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। এরপর তিনজনকেই এনডিপিএস আইনে গ্রেফতার করা হয়। একই সময়ে, তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে রাজেন্দ্র নগরে অভিযান চালিয়ে দুই কেজি ব্রাউন সুগার সহ সেলিম শেখ, তাজিবুর রহমান এবং কারিবুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে মোট চার কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০ কোটি টাকা। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ ধামে বিশেষ পুজোর আয়োজন

কেদারনাথ, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে রবিবার বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ ধামসহ মন্দির কমিটির সকল মন্দিরে বিশেষ পুজার্চনার আয়োজন করা হয়। সেইসঙ্গে দেশের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সুখ-সমৃদ্ধিও কামনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে রবিবার সকালে বদ্রীনাথ ধামে তাঁর নাম ও গোত্র দিয়ে ভগবান বদ্রীবিশালের মহাভিষেক করা হয়। মোনাজাত করেন রাওয়াল ঈশ্বর প্রসাদ নাম্বুদিরি। বিশেষ পুজোর সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, মন্দির কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর পানওয়ার, অফিসার ইনচার্জ গিরিশ দেবলী সহ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তীর্থযাত্রীরা। বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটির (বিকেটিসি) সভাপতি অজেন্দ্র অজয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন' : জনসাধারণের সর্বাত্মক অংশগ্রহণে সর্ববৃহৎ বনায়ন কার্যসূচি

।। ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।।
(মুখ্যমন্ত্রী, অসম)

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমের এককালের সমৃদ্ধ বনভূমি বিগত কয়েক দশকের মধ্যে চোখের নিমেষে কীভাবে হ্রাস পেয়েছে, সে ব্যাপারে আমি শৈশবে আমার জ্যেষ্ঠদের কাছে সবসময় শুনেছি। পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে দ্রুত বন ধ্বংসের বহু গল্প শুনেছি এবং উদ্ভূত এই পরিস্থিতির বিষয়ে আমি নিজেও অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। এই শতকের প্রথম দুই দশকে অসমের বনভূমি বিস্ময়করভাবে ১১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

আমি সর্বজনীন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার পর যখন দেশের অন্যান্য রাজ্য সফর করার সুযোগ লাভ করেছি, তখন বাণিজ্যিক বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে নিজেকে উপার্জনমুখী করে তোলা দেশের বিভিন্ন প্রগতিশীল কৃষককে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁদের উৎকৃষ্ট কাজকর্ম আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। আমি অনুভব করি, গাছের চারা রোপণ করাটা পেনশন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার মতোই। আজ বপণকৃত গাছের চারাটি পরে এক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের 'মিশন লাইফ'-এর এক স্বপ্ন, যা কয়েকটি সাধারণ কাজের মাধ্যমে এক সবুজ জলবায়ু ও সবুজ অর্থনীতির প্রতি অসাধারণ অবদান রক্ষার জন্য দেশের জনসাধারণকে উৎসাহ প্রদান করতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এই পদক্ষেপের বলে সরকারের প্রত্যেকটি প্রয়াসে দেশের নাগরিকদের আস্থায় নিতে দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুশাসনের বলে যে দর্শন, সেই দর্শনকে স্বাগত জানিয়ে অসম সরকার 'অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন' আরম্ভ করেছে। 'জনভাগীদারি'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই পদক্ষেপ সফল করতে এক প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

'অমৃত বৃক্ষ' হচ্ছে এক ব্যাপক গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে এক দিনে ১ কোটি বাণিজ্যিকভাবে উপযোগী গাছের চারা রোপণ করা হবে। পৃথিবীতে মানুষের বসবাসযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির এক গোলকীয় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত অবিরত প্রয়াসের অংশস্বরূপে গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যসূচির সূচনা করার দিন হিসেবে আমরা তাঁর জন্মদিনকে চয়ন করেছি। 'অমৃত বৃক্ষ' দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য লক্ষ্য স্থির করেছে। প্রথমত, অসমের হারিয়ে যাওয়া বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করা এবং সবুজায়নের ক্ষেত্রে অসমকে একটি অগ্রণী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, রাজ্যে এক কার্যক্ষম বৃক্ষ অর্থনীতির ভিত স্থাপন করে পরিবারবর্গগুলিকে উপার্জনের বিকল্প পথের সন্ধান দেওয়া। 'অমৃত বৃক্ষ' কৃষি বন এবং কাঠভিত্তিক উদ্যোগ (ডব্লিউবিআই)-কে শক্তিশালী করে নিম্নগামী উদ্যোগসমূহে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। একই সময় এটা এক ব্যাপক রূপে 'কার্বন সিংক' সৃষ্টি করবে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক ক ন ে ভ ন শ ন (ইউএনএফসিসিসি)-এ ভারতের দাখিলকৃত রাষ্ট্রীয়ভাবে স্থিরকৃত অবদান (ন্যাশনালিটি ডিটারমাইন্ড কনট্রিবিউশন)-এর লক্ষ্যে উপনীত হতে সহায়ক হবে।

এই আন্দোলনের জন্য প্রযুক্তি এক অপরিহার্য অংশ। স্বেচ্ছাসেবকদের পঞ্জিয়নের জন্য সরকার একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশ্বন ('অমৃত বৃক্ষ' আন্দোলন অ্যাপ) এবং একটি ওয়েবসাইট খুলেছে। প্রশংসার চিহ্নস্বরূপ সরকার সফলভাবে বৃক্ষরোপণ করারা পাশাপাশি অ্যাপটিতে বৃক্ষরোপণের জিও-ট্যাগ তথা টাইমস্টাম্পযুক্ত ফটো আপলোডকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ১০০ টাকা করে প্রদান করে অংশগ্রহণকারীদের উৎসাহিত করতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদি গাছের চারাটি দু-বছর বেঁচে থাকে এবং জিও-ট্যাগ তথা টাইমস্ট্যাম্প করা ফটো পুনরায় অ্যাপটিতে এর প্রমাণ হিসেবে দেওয়া হয়, তা-হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে প্রদান করা হবে।

সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত এই পদক্ষেপকে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল পর্যায়ের সামূহিক গোটগুলি যেমন, আত্মসহায়ক গোট, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, চা শ্রমিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মী প্রমুখকে সরকার এর সঙ্গে জড়িত করেছে। বৃক্ষ রোপণের এই আন্দোলনে মহিলাদের প্রথমসারির সেনানী হিসেবে নেওয়ায় এটা এক অনন্য রূপ লাভ করেছে। মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক সবলীকরণের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'অমৃত বৃক্ষ' আন্দোলনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপে মহিলাদের জড়িত করে নারীশক্তির নেতৃত্ব প্রদানের সামর্থকে প্রদর্শনের জন্য এটা এক মঞ্চ প্রদান করা ছাড়াও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখারও সুযোগ দিয়েছে।

'অমৃত বৃক্ষ' আন্দোলনকে এক উপযুক্ত আইনসংগত পরিকাঠামো প্রদান করার উদ্দেশ্যে আমার সরকার বনায়ন সম্পর্কীয় বিধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছে। ব্যবসায়িক সচলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়েকদিন আগে সরকার 'আসাম উড বেসড ইন্ডাস্ট্রি (প্রমোশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) রুলস, ২০২২' এবং 'ট্রি আউটসাইড ফ ে ব . স ট (সাসটেইনেবলম্যানেজমেন্ট) রুলস, ২০২২', এই দই বিধি প্রণয়ন করেছে। এই বিধি দুটি বনাঞ্চলের সীমার বাইরে রোপণ করা গাছ কাটার ব্যাপারে পূর্বানুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা থেকে রেহাই দেবে। এর লক্ষ্য হলো, তাঁদের বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মূল্যবান প্রজাতির গাছ রোপণের জন্য উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি উপার্জন বৃদ্ধি করা, রাজ্যের বনানীকরণ ক্ষেত্রের প্রসার ও কাঠজনিত এবং কাঠের সামগ্রীর সঙ্গে জড়িত উদ্যোগগুলিতে বিনিয়োগ আকর্ষিত করা।

এই 'জনভাগীদারি' আন্দোলনের সময়কালে অসম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে সর্বাধিক গাছের চারা বিতরণ, এক ঘণ্টায় ১০০ জনের একটি গোট কর্তৃক সর্বাধিক চারা রোপণ, সর্ববৃহৎ গাছের মজাইক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আজ অসমের সর্বস্তরের জনসাধারণ 'অমৃত বৃক্ষ' আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে ৪৭ লক্ষের বেশি মানুষ আমাদের অ্যাপ-এর মাধ্যমে এই আন্দোলনে জড়িত হয়েছেন।

'অমৃত বৃক্ষ' কেবলমাত্র সাময়িক আবেগ বা প্রচার নয়। অসমের সবুজ ভূমিকে চিরকালের জন্য সতেজ করে তোলার এই প্রচেষ্টা অবিরত অব্যাহত থাকবে। আমরা ২০২৪ সালে ৩ কোটি এবং ২০২৫ সালে আরও ৫ কোটি গাছের চারা রোপণ করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এককথায়, এই অভিযানের মাধ্যমে আমরা আগামী ২ বছরে রাজ্যে ৯ কোটি বৃক্ষ রোপণ করব। আমরা আমাদের বর্তমানকে সুরক্ষিত রাখা ছাড়াও ভবিষ্যতকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও সুখকর করে তুলব - এই সংকল্প 'অমৃত বৃক্ষ' আন্দোলনে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতীয়মান করেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জেপি নাড্ডাব

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩তম জন্মদিন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা।

রবিবার এক্স হ্যান্ডলে জেপি নাড্ডা লিখেছেন, আপনি ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশ্বিক প্রতিপত্তি, জনগণের বহুমাত্রিক উন্নয়ন এবং জাতির সার্বজনীন অগ্রগতির একটা সুনির্দিষ্ট আকার দিয়েছেন। আমাদের "অন্ত্যোদয়"-এর মূলমন্ত্র আজ দেশের প্রতিটি গ্রামে এবং সমাজের প্রতিটি বিভাগে পৌঁছেছে এবং "উন্নত ভারত"-এর সংকল্প পূরণের মন্ত্র হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও লিখেছেন, "আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কর্মী সর্বদা আপনার নেতৃত্ব গ্রহণ করুক। আপনি সফল হন এবং দীর্ঘজীবী হন।

প্রয়াত বিজেপি কর্মী অভিজিত সরকারের দাদার উপরে হামলার অভিযোগ

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভোট পরবর্তী হিংসায় কাঁকুড়গাছিতে খুন হয়ে গিয়েছিলেন বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকার। এবার ফের তাঁর দাদা বিশ্বজিৎ সরকারের উপর হামলার অভিযোগ। শনিবার রাতে বিশ্বজিতের বাড়ির কাছের ঘটে এ ঘটনা। অভিযোগ, অভিজিৎ খুনে পলাতক দুই অভিযুক্ত রাতের অন্ধকারে হামলা চালায় বিশ্বজিৎকে। বেধড়ক মারধরও করে। গলা কাটার হুমকিও দেয়। ঘটনার পর থেকে তীব্র আতঙ্কে রয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শনিবার রাতেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা হয় নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকারের বাড়িতে হামলার অভিযোগ ওঠে। বিশ্বজিতের অভিযোগ ছিল, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি জেলবন্দিদের পরিবারের লোকজনই তাঁদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল। এবার ফের বিশ্বজিৎ সরকারের উপর হামলার অভিযোগ।

এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে তথ্যের জন্য ছত্তিশগড়ের সমস্ত ব্লকে শিবিরের আয়োজন

রাঁচি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ২৬ সেপ্টেম্বর ছত্তিশগড়ের সমস্ত ব্লকে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে সকল গৃহকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ির সহকারীদের তিনটি তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে এলপিজি (গ্যাস স্টোভ) নিরাপদ ব্যবহারের বিষয়ে তথ্য দেওয়া হবে।

এই বিষয়ে সমাজকল্যাণ দফতর তথ্য জারি করে গৃহকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ির সহকারীদের এই শিবিরে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। শিবিরে এলপিজি ব্যবহার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেশের তিনটি প্রধান তেল বিপণন সংস্থা, আইওসিএল, এইচপিসিএল এবং বিপিসিএল-এর সৌজন্যে পাওয়া যাবে।

শিবিরে এলপিজির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে কোম্পানির বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যও দেওয়া হবে। এছাড়াও যে যেসব জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে এলপিজি সংযোগের জন্য আবেদন মুলতুবি রয়েছে, তাদের আবেদনগুলি ২৬ সেপ্টেম্বর আয়োজিত শিবিরে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং বিতরণকারীদের কাছে বিষয়টি জানাতে হবে।

দক্ষিণ কোরিয়াযর বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ শ্রীলঙ্কার দুই তীরন্দাজ খেলোয়াড়

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য শ্রীলঙ্কার দুই জাতীয় তীরন্দাজ খেলোয়াড় দক্ষিণ কোরিয়া পৌঁছানোর পরপরই বিমানবন্দর থেকে নিখোঁজ হয়ে যান।

সূত্র অনুসারে জানা গেছে, ক্রীড়া মন্ত্রকের অনুমোদনের পরে, শ্রীলঙ্কা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশন (এসএলএএ) তাদের পাঁচ খেলোয়াড় এবং একজন কোচের দলকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠিয়েছিল। দক্ষিণ কোরিয়ার বিমানবন্দরে অবতরণের পর টিম ম্যানেজমেন্ট বা অন্যান্য সহযোগী খেলোয়াড়দের না জানিয়েই এই দলের দুই খেলোয়াড় হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর শ্রীলঙ্কার মাত্র তিনজন খেলোয়াড় ও কোচ সেখানে ২১-২৫ আগস্ট অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

শ্রীলঙ্কা আর্চারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রোশান কাদানাতচি ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন যে টিম ম্যানেজারের প্রতিবেদন অনুসারে, ক্রীড়া দফতরের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর ক্রীড়া কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে।

জম্মু কাশ্মীরে সহকর্মীর বন্দুক থেকে ভুলবশত গুলি ছিটকে নিহত সেনা জওয়ান, অভিযুক্ত সহকর্মী আটক

বান্দিপোরা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জম্মু কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় এক সেনার বন্দুক থেকে ভুলবশত গুলি ছিটকে নিহত এক সেনা জওয়ান। রবিবার পুলিশ জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় এক সহকর্মীর বন্দুক থেকে ভুল করে গুলি বেরিয়ে যাওয়ায় একজন সেনা জওয়ানকে অকালে প্রাণ হারাতে হয়। ঘটনায় অন্য একজন জওয়ান আহত হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত সেনা সদস্যকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলা পুলিশ সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, দুর্ঘটনাবশত বন্দুক থেকে গুলি ছিটকে এক সেনার মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় একজন জওয়ান আহতও হন। অভিযুক্ত সেনা কর্মীদের আটক করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদে নতুন করে গঙ্গা ভাঙন, নিমেশেই তলিয়ে গেল দোতলা বাড়ি

ফরাক্কা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের মহেশটোলা গ্রামে আবারও নতুন করে গঙ্গা ভাঙন। চোখের সামনেই তলিয়ে গেল আস্ত দোতলা বাড়ি। ভয়ঙ্কর দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার। বাধ্য হয়ে রাস্তায় ঠাঁই নেয় অসহায় পরিবারের প্রায় সকলেই।

গঙ্গা ভাঙন সামশেরগঞ্জের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কয়েক বছর ধরে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি তলিয়ে গিয়েছে। গঙ্গাগর্ভে বহু বাড়িও। স্থানীয়দের অভিযোগ, তাঁরা বিপদে পড়লেও প্রশাসনে সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেই।

অ্যামাজনে ভেঙে পড়ল বিমান, মৃত্যু ২ ক্রু সহ ১৪ জন যাত্রীর

ব্রাসিলিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ব্রাজিলের অ্যামাজনে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল বিমানের ২ ক্রু সহ ১৪ জন যাত্রীর। শনিবার ব্রাজিলের অ্যামাজনে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী বিমান। দুর্ঘটনায় বিমানের সকল যাত্রীরই মৃত্যু হয়।

জানা গিয়েছে, অ্যামাজন স্টেটের গভর্নর জানান, জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র বারসেলসের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনায় সকলের মৃত্যু হয়েছে। কী কারণে মাটিতে আছড়ে পড়ল বিমানটি, তা এখনও জানা যায়নি।

অ্যামাজনের গভর্নর উইলসন লিমা এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "শনিবার বার্সেলসে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত ১২ জন যাত্রী ও ২ জন ক্রু সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। আমাদের উদ্ধারকারী দল যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছে সাহায্য করার। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।" এদিকে মানাউস অ্যারোটাক্সি নামক উড়ান সংস্থা, যাদের বিমানটি ভেঙে পড়ে, তাদের তরফেও বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, মাঝ আকাশে কোনও কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। কী কারণে বিমানটি ভেঙে পড়ল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

১৯ ঘন্টা পর কেষ্টপুর খাল থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দীর্ঘ ১৯ ঘন্টা তল্লাশির পর কেষ্টপুর খাল থেকে উদ্ধার করা হল যুবকের দেহ। রবিবার সকালে বাগুইআটি থানা থেকে খবর দেওয়া হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। তারা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বল মল্লিক নামে ওই যুবকের দেহ ভেসে ওঠে। জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ কেষ্টপুর খালে পড়ে গিয়েছিলেন বছর পঁয়ত্রিশের উজ্জ্বল মল্লিক। সে তখন কালভার্টের ওপর বসেছিলেন। সেখান থেকে খালের জলে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাগুইআটি থানার পুলিশ। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। রাতভর ওই খালের জলে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। কিন্তু ওই যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর রবিবার সকালে থানার থেকেই খবর দেওয়া হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। তারা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই উজ্জ্বল মল্লিকের দেহ ভেসে ওঠে। খালের জল থেকে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

'আমার মাটি আমার দেশ' : ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে 'অমৃত কলস'—এ মাটি সংগ্রহ কার্যসূচি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : 'অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলন'-এর পর 'আমার মাটি আমার দেশ' কার্যসূচি সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয়ে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩-তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে অসমে 'অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলন'এর অঙ্গস্বরূপ একদিনে এক কোটি গাছের চারা রোপণ হবে। এদিন জনতা ভবন চত্বরে অশোক গাছের চারা রোপণ করে 'অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলন'-এ অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গাছের চারা রোপণ করে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'আমার মাটি আমার দেশ' সম্পর্কে কিছু বিষয়ের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে 'আমার মাটি আমার দেশ' কার্যসূচি। এই কার্যসূচি উপলক্ষ্যে দুটি থিম সঙেরও চালু করবে রাজ্য সরকার।

তিনি জানান, ১৯ সেপ্টেম্বর জেলাশাসকরা সংশ্লিষ্ট জেলার নাগরিকদের সহযোগিতায় এই কার্যসূচি শুরু করবেন। রাজ্যের প্রত্যেকটি গ্রাম, ৫০টি পুরসভা এলাকার সব বাড়ি থেকে এক মুষ্ঠি মাটি সংগ্রহ করে পালন করা হবে এই কার্যসূচি। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে মাটি সংগ্রহ। সংগৃহীত মাটি ভরতি করা হবে নির্দিষ্ট একেকটি কলসিতে। এর নাম দেওয়া হয়েছে অমৃত কলস।

কোনও পরিবার যদি মাটি দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তা-হলে ওই পরিবার কলসিতে অন্ন (চাল) দেবেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর কার্যসূচি অনুযায়ী ২ অক্টোবর থেকে ৩ অক্টোবর মাটির কলসটি নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়ত কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে কম করেও ২০টি মাটির কলস হবে, সাংবাদিক সম্মেলনে জানান হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এছাড়া গ্রামে গ্রামে কলসিতে এনজিও, বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন মাটি সংগ্রহ করবে। তাদের এই দায়িত্ব দেবেন জেলাশাসকরা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গ্রামগুলির মাটি পঞ্চায়েত কার্যালয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাদা কাপড়ে নেওয়া হবে। পরবর্তীতে ওই মাটি নামঘর, সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্যবহার করা হবে।

এই মাটি ভরতি কলস নিয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে ব্লক কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নামকীর্তন করে শোভাযাত্রার মাধ্যমে। পরে ওই মাটি ব্লকে যাওয়ার পর সব অমৃত কলসের মাটি আবার মিশিয়ে দেওয়া হবে। গোটা অসম থেকে ৫৪০টি কলস গুয়াহাটিতে নিয়ে আসা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এর পরবর্তী কার্যসূচির তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ২৭০টি অমৃত কলস শংকরদেব কলাক্ষেত্রে রাখা হবে। তার পর ২৭ অক্টোবর এই কলসগুলি দিল্লিতে পাঠিয়ে অসম ভবনে রাখা হবে বলে জানান তিনি।

৩০ অক্টোবর দিল্লির অমৃত উদ্যানে অসমের এই মাটিগুলি মিশ্রিত করা হবে। সমগ্র ভারত থেকে অমৃত উদ্যানে ৭,৫০০টি মাটি ভরতি কলস জমা হবে। সমান্তরালভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, অসমের বাকি ২৭০টি কলস গহপুরে নেওয়া হবে। গহপুরে কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণে ব্যবহার করা হবে এই ২৭০টি কলসের মাটি।

অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলনে অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রীর, জনতা ভবন চত্বরে বপণ অশোক গাছের চারা

গুয়াহাটি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জনতা ভবন চত্বরে অশোক গাছের চারা রোপণ করে 'অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলনে' অংশগ্রহণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলনের লক্ষ্য, ১ কোটি চারা রোপণ ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়া।

আজ রবিবার জনতা ভবন চত্বরে অশোক গাছের একটি চারা রোপণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্র মার্ঘেরিটা, মুখ্যসচিব পবনকুমার বরঠাকুর প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিক।সামাজিক মাধ্যম এক্স (পূর্বতন টুইটার হ্যান্ডল)-এ মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা লিখেছেন, 'আসাম ইতিহাস তৈরি করেছে! আজ আমি ১ কোটি চারা রোপণ করতে অমৃতবৃক্ষ জন আন্দোলনে যোগ দিয়েছি। গ্রিন প্ল্যানেটের একজন সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন আদরণীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির জন্মদিনের এটি একটি নাগরিক-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন, যা বৃক্ষ অর্থনীতি, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করবে।প্রসঙ্গত, নাগরিক-নেতৃত্বাধীন 'অমৃত বৃক্ষ জন-আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষ, স্কুল-কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, পরিবেশ কর্মী এবং রাজনৈতিক নেতাদের অংশগ্রহণে সফল হবে বলে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী।

কাফির সেশন মেগা ইভিন্টের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ ২৩ ভারতীয় দলকে নিয়ে চিন্তায় কোচ স্টিমাচ

নয়া দিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এশিয়ান গেমসে ভারতের অনূর্ধ ২৩ ফুটবল দল পাঠানো নিয়ে অনেক কিছুই হল। শেষ পর্যন্ত গেমসে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলেছে।

কিন্তু এশিয়ান গেমসে ভারত এই দল নিয়ে কতটুকু সাফল্য পাবে সেটাই প্রশ্ন। গেমসে যাওয়ার আগেই দলের কান্ডারী কোচ ইগর সাফল্য নিয়ে তেমন একটা আশাবাদী নন। এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ ২৩ টিম নিয়ে খেলতে হবে। গত দু'বছর দেশের অনূর্ধ ২৩ টিম নিয়ে কাজ করেননি তিনি। তাই খানিকটা হলেও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ইগর স্টিমাচ। ভারতের কোচ সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিং সান্ধু, সন্দেশ ঝিঙ্ঘানদের মতো সিনিয়রদের পাবেন। তাতেও যে পরিস্থিতি খুব একটা বদলাবে না, এটাই মনে করছেন তিনি।

কেন তিনি ভারতীয় টিম নিয়ে চিন্তায় ? স্টিমাচ পরিষ্কারভাবেই বলছেন, 'এশিয়ান গেমসে অনূর্ধ ২৩ ভারতীয় টিম নিয়ে খেলতে হবে। মুশকিল হচ্ছে, এই টিম কেমন, তাদের শক্তি-দুর্বলতা সম্পর্কে যদি যাবতীয় তথ্য হাতে না থাকে তা হলে সমস্যা তো হবেই। আমার তো মনে হয় ভারত একমাত্র টিম, যারা অনূর্ধ ২৩ পর্যায়ে একটা ম্যাচ গত দু'বছরে খেলেনি। হাতে এত কম সময়, তার মধ্যে কতটা তৈরি হতে পারবে, এনিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। একটাই সুবিধা, এই পর্যায়ের অনেক ফুটবলারই সিনিয়র টিমে খেলছে।'

এশিয়ান গেমসে ভারতের গ্রুপে রয়েছে চিন, বাংলাদেশ, মায়ানমার। প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশ চিনের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। স্টিমাচের বক্তব্য, 'চিন গ্রুপের সবচেয়ে কঠিন ম্যাচ। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খেলতে হবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। ওরা অনেক সময় চমকে দেয়। চিনের বিরুদ্ধে আমাদের সেরাটা দিতে হবে। যাতে এশিয়ান গেমসের শুরুটা ভালো হয়।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফাইনালেও বৃষ্টির ভ্রুকুটি ! রিজার্ভ ডে-তে খেলা না হলে কি হবে ?

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এশিয়া কাপে এবার প্রতি ম্যাচই বাদ সেধেছে বরুণ দেবতা। ফাইনালেও থাকছে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল ফাইনালে রিজার্ভ ডে থাকবে। তবে কলম্বোর আবহাওয়া দপ্তর যে রিপোর্ট দিচ্ছে তাতে বলা হচ্ছে আজকে ফাইনাল বৃষ্টির কারণে ভেস্তে গেলে সেই ম্যাচ গড়াবে রিজার্ভ ডে-তে। তবে রিজার্ভ ডে অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার একই কারণে খেলা না হলে কি হবে?

কলম্বোর হাওয়া অফিস জানিয়েছে, রবিবার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বলা হয়েছে , খেলা শুরু সময় বেশ জোরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিকেল ৫টা এবং সন্ধে ৭টার সময়েও বৃষ্টি হবে। তবে রাতের দিকে বৃষ্টির প্রকোপ কমতে পারে। আজ কোনও ভাবে দু'দলই অন্তত ২০ ওভার না খেলতে পারে, তা হলে সোমবার রিজার্ভ ডে-তে খেলা হবে। আর যদি দু'দিনই বৃষ্টিতে খেলা সম্পূর্ণ শেষ না করা যায়, তাহলে দু'দলকে যুগ্মভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

যেমনটা হয়েছিল ২০০২ সালে। সেবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ শ্রীলঙ্কাতে হয়েছিল এই দুই দলের মধ্যে। সেবারও ম্যাচের দিন এবং রিজার্ভ ডে-তে দু'দিনই বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। শেষ পর্যন্ত দুই দেশকেই যুগ্ম ভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ডায়মন্ড আর হাতে 'থাকল' না, দ্বিতীয় হলেন নীরজ

ইউজিন,১৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): এ বছর যে কটি ইভেন্টে নেমেছেন সবকটিতেই শীর্ষে থেকেছেন। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে না উঠতেই নতুন কোন ইভেন্ট।

প্রত্যাশা পূরণ হল না। ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন।হওয়া গেল না টানা দ্বিতীয় বার চ্যাম্পিয়ন। এ বছর প্রথম কোনও টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় নীরজ। ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন জ্যাকুব ভাদলেচ। ৮৪.২৪ মিটার জ্যাভলিন ছোড়েন তিনি। ভারতীয় তারকা নীরজ চোপড়া ৮৩.৮০ মিটার ছুড়েন।

ইউজিনে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যই ছিল নীরজের। তবে পরিবেশই নীরজকে পিছিয়ে দিল। প্রচণ্ড হাওয়া। সেখানে লক্ষ্য স্থির রাখা কঠিন। দু-বার ফাউলও হল নীরজের। সেরা থ্রো এল দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। ৮৩.৮০ মিটার ছোড়েন। এ মরসুমে প্রথম বার কোনও ইভেন্টে ৮৫ মিটারের কম দূরত্বে ছুড়লেন নীরজ।

সাহিত্য পুরস্কার ঘোষণা আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংগঠন রচনাকারের

কলকাতা ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক সংগঠন রচনাকার এক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পক্ষ থেকে রাজস্থান তথ্য কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সুরেশ চৌধুরী প্রথমে সংগঠনের উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এবং বলেন যে, সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য হল এর কর্মসূচির মাধ্যমে সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারাকে বিশ্বমঞ্চে স্বীকৃতি দেওয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সম্মান জানানো। একই সাথে, আমাদের উদীয়মান সাহিত্যিকদের একটি উপযুক্ত মঞ্চ প্রদান করতে হবে। সারা বছর অনুষ্ঠিত অনলাইন ও অফলাইন কর্মসূচি সম্পর্কেও তিনি বিস্তারিত তথ্য দেন।

সংস্থার প্রচার মন্ত্রী রাভেল পুষ্প বলেন, ২০২৩ সালের ঘোষিত সাহিত্য পুরস্কারগুলি আগামী ১ অক্টোবর ভারতীয় ভাষা পরিষদের অডিটোরিয়ামে দেওয়া হবে। এর মধ্যেই ননী গোপাল আঞ্চলিক সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হবে যাতে সম্মাননাপত্র ছাড়াও দেওয়া হবে নগদ ৭১০০ টাকা।। এবার বাংলা সাহিত্যের জন্য কলকাতার ডক্টর রামকুমার মুখোপাধ্যায়, উর্দু সাহিত্যের জন্য ফে শিন আইজাজ এবং রাজস্থানী ভাষায় সাহিত্যের জন্য বিকানেরের জনাব জগদীশ দান রতনুকে পুরস্কার দেওয়া হবে।

এছাড়াও রচনাকার সাহিত্য গন্ধ প্রজ্ঞা সম্মান দেওয়া হচ্ছে হায়দ্রাবাদের সাহিত্যিক শ্রী বিশ্বজিৎ সপনকে, রচনাকার সুরভী কলা বিভূতি সম্মান দেওয়া হচ্ছে শ্রী মিথিলেশ কুমার সিং পটনাকে, রচনাকার দুর্গাবতী চৌধুরী স্মৃতি সাহিত্য সারথি সম্মান পাচ্ছেন কলকাতার প্রবীণ কবি যোগেন্দ্র শুক্লা সুমন। রচনাকার দিনকর সাহিত্য শিরোমণি সম্মান পাচ্ছেন কলকাতার মৃত্যুঞ্জয় কুমার সিং, রচনাকার দিনকর সাহিত্য সেবা সম্মান দেওয়া হবে কলকাতার সিনিয়র সাংবাদিক বিশ্বম্ভর নেভারকে এবং রচনাকার দিনকর সাহিত্য শিখর সম্মান দেওয়া হবে দেরাদুনের প্রবীণ গীতিকার বুদ্ধনাথ মিশ্রকে। উক্ত অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের সাহিত্যপ্রেমীদের উপস্থিতিতে এক মনোজ্ঞ কবি সম্মেলনের ঝলকও দেখা যাবে।

সংবাদ সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে, রাজস্থান তথ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ এবং রাজস্থান সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সহকারী পরিচালক শ্রী হিংলাজ দান রত্নু ঘোষণা করেন, রচনাকার সর্বদা এই কেন্দ্রের সমর্থন পেয়েছে এবং ভবিষ্যতেও পাবে। পাশাপাশি রাজস্থান সরকার রচনাকারের পরবর্তী বড় কর্মসূচি রাজস্থানে করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

নতুন সংসদ ভবনে পতাকা উত্তোলন উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রবিবার নতুন সংসদ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। দেশের উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন। ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। তার আগেই নতুন সংসদ ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। অনুষ্ঠান চলাকালীন সাংবাদিকদের জগদীপ ধনখড় বলেন, এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যুগের পরিবর্তনের সাক্ষী ভারত। ভারতের শক্তি ও অবদানকে পরোপরি স্বীকৃতি দিচ্ছে বিশ্ব।

মেসিবিহীন মায়ামির লজ্জার হার, প্লে—অফ স্বপ্নে খেল বড় ধাক্কা

যুক্তরাষ্ট্র, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেসিকে ছাড়া ইন্টার মায়ামির বড় হার।

চোটের ঝুঁকি এড়াতে আটলান্টার বিপক্ষে লিওনেল মেসি খেলবেন না এটা জানাই ছিল। মেসিকে ছাড়া আগের ম্যাচে জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। কিন্তু এবার জিততে পারল না মিয়ামি। আটলান্টার কাছে ৫-২ গোলে লজ্জাজনক হার হলো মেসিবিহীন ইন্টার মায়ামির। আর এই হারে ইন্টার মায়ামির প্লে-অফ খেলার স্বপ্নেও বড় ধাক্কা খেল।

উল্লেখ্য মেসি মিয়ামিতে যোগ দেওয়ার পর গত দুই মাসে ১২ ম্যাচের মধ্যে এটি ইন্টার মায়ামির প্রথম হার।এই হারের পর ২৭ ম্যাচে ৯ জয়, ৪ ড্র এবং ১৫ হার নিয়ে ১৫ দলের তালিকায় ১৪ নম্বরে আছে ইন্টার মায়ামি।

বড় জয়

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে পাথিরানা এবং প্রমোদ মাদুশানকে পরপর দুই বলে ফিরিয়েছেন তিনি। শ্রীলঙ্কা থামে ৫০ রানে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার জিতলেন সিরাজ।

নির্বাচন' নিয়ে আলোচনা

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতির মতো বিষয়গুলিকে আলোচনায় স্থান দেওয়ার দাবি তুলবে। ডেরেক ও ব্রায়েন দাবি করেন, পাঁচ দিন চলা বিশেষ অধিবেশনে আলাদা করে একটি দিন রাখতেই হবে বিরোধীদের জন্য, যেখানে আমজনতার জরুরি বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে। মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, কেন্দ্রের কাছে রাজ্যগুলির বকেয়ার বিষয়েও আলোচনার দাবি করা হয়। তৃণমূলের বক্তব্য, 'এক দেশ এক নির্বাচন' বিল ভয়ংকর। লোকসভা ভোটের কয়েক মাস আগে তা যেন কোনওভাবেই না আনা হয়। বিলটিকে সংবিধান বিরোধী, আইন বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র বিরোধী বলেও উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও মহিলা সংরক্ষণ বিল এবং সাসপেন্ড হওয়া বিধায়কদের ফেরানোর পক্ষে সহওয়াল করে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, গত বুধবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আলোচ্যসূচি ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। জানানো হয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্রের ৭৫ বছরে ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হবে ওই বিশেষ অধিবেশনে। আসলে এই বিশেষ অধিবেশনেই পুরনো সংসদকে বিদায় জানিয়ে নতুন সংসদে প্রবেশ করবে সরকার। আলোচনার পাশাপাশি বিশেষ ওই অধিবেশনে চারটি বিল পেশ করবে সরকার। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগ বিল। সেই সঙ্গে পোস্ট অফিস বিল, অ্যাডভোকেট সংশোধনী বিল এবং প্রেস ও রেজিস্ট্রেশন বিল পেশ হবে। সম্প্রতি শেষ হওয়া জি ২০ শীর্ষ সম্মেলন সরকারের অন্যতম আলোচনার বিষয় হতে পারে।

সাধারণত প্রতি বছর, বছরের শুরু থেকে সংসদে বাজেট অধিবেশন, বর্ষা ও শীতকালীন অধিবেশন হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বর্ষাকালী অধিবেশন হয় জুলাই-আগস্টে আর শীতকালীন অধিবেশন হয় নভেম্বর ডিসেম্বরে। এছাড়া জানুয়ারির শেষের দিকে বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে। নিয়ম অনুযায়ী, দুটি অধিবেশনের মধ্যে ব্যবধান ছয়মাসের বেশি হতে পারে না।

পালন করলো যুব কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগে দেশবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দুই কোটি চাকুরী প্রদান করা হবে এবং ঘরে ঘরে কর্মসংস্থান করা হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শাসনকালের নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো পর্যন্ত বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়নি সরকার বলে অভিযোগ করেন। পাঁচ বছরে যেখানে দুই কোটি বেকারদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সেক্ষেত্রে নয় বছরে মাত্র ৭ লক্ষ ২২ হাজার বেকার যুবক যুবতীকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে বলে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি রাখু দাস জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ,দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন বিজেপি দল সারা দেশ জুড়ে যখন নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করে চলেছে ঠিক সেই সময়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে বেরোজগার দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের এ ধরনের কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহলে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত আরো চরম আকার ধারণ করার আশঙ্কা করছেন রাজনৈতিক মহল। রবিবার আগরতলায় প্রদেশ যুব কংগ্রেসের আন্দোলন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি রাখু দাস বলেন ,কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার দেশ এবং রাজ্যের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকার জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা করেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য যুব কংগ্রেসসহ সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন বেরোজগার দিবস পালন করা হয়।

প্রতিমা ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

মধ্য দিয়ে আজ লক্ষ লক্ষ কারিগর পরিবারকে বিশ্বকর্মা হিসাবে একটি পরিচয় এবং শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু হলো। এই পরিচিতি দানের মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি লক্ষলক্ষকারিগর পরিবারদেরকে অত্যন্ত মূল্যবান সামাজিক মর্যাদা দিয়েছেন।

এই যোজনায় যে সমস্ত কারিগররা সুবিধা পাবেন, তারা হলেন, রাজমিস্ত্রি, দর্জি, মুচি, কামার, কুমোর,, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্প, ছুতার কাজ, চামড়ার কাজ, বাঁশ, ঝাড়ু ও মাদুর তৈরির পেশা, তালা তৈরি কাজ,নৌকা তৈরি, মাছ ধরার জাল তৈরির কাজে যুক্ত লোকেরা সহ এরকম ১৮ টি কারু-কর্মের সাথে জড়িত কারিগর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সমাজ ও দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানকারী এই সমস্ত কারিগরদের আর্থিকভাবে এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সহায়তা করা হবে, যাতে তারা তাদের পরিবার ও তাদের বৃত্তিগত ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করতে পারে এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সমর্থ হন।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন এবারের ২০২৩-২৪ এর বাজেট পেশ করার সময়ই এই যোজনার জন্য ১৩, ০০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছিলেন। বিশ্বকর্মা যোজনার মূল দিক সম্পর্কে আলোচনায় শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, যোজনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বৃত্তির সাথে জড়িত লোকেদের নিজ নিজ বৃত্তি ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের উন্নত ও আধুনিক মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এডভান্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ১৫ দিনের জন্য। প্রশিক্ষণ কালে তাদের প্রতিদিন ৫০০ টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে। আবার, প্রশিক্ষণ শেষে তাদের নিজ নিজ পেশার কাজে লাগে এরকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্বকর্মা যোজনায় এই প্রশিক্ষণ শেষে বিনা গ্যারান্টি ও বিনা সুদে ব্যাংক থেকে প্রথম পর্যায়ে ১ লাখ টাকার ঋনের বন্দোবস্ত করা হবে। ঋণের এই সুদের অর্থ পরিষোধ করবে সরকার। সুবিধাভোগীরা প্রথম ঋণ পরিশোধ করে নিলে, পরবর্তী সময়ে, কারিগরদের আরও ২ লাখ টাকার ব্যাংক ঋনের বন্দোবস্ত করা হবে।

নর্থ ইস্টার্ন ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো) আয়োজিত রাজ্য স্তরের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শান্তনা চাকমা, শিল্প ও বাণিজ্যের মুখ্য সচিব কে এস শেঠ, পশ্চিম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দেবপ্রিয় বর্ধন, নিপকো-র কারিগরি অধিকর্তা রণেন্দ্র শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্বকর্মা পেশার শতাধিক কারিগর ও কারুশিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন।

দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ৫৫জন

নয়াদিল্লি, ১৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বৃদ্ধি পেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেশ কিছুটা কমেছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫৪৯ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩০।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৫৮৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮২ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৬ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২২,৫৮১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০,০৪৯-তে পৌঁছেছে।

প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

● প্রথম পাতার পর

সাহায্যে সমাজে উদ্ভাবন প্রচেষ্টাকে আপনারা যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন সেজন্য সকল শিল্পী ও কারিগরদেরও আমি আন্তরিকভাবে অভিবাদন জানাই।"

ছুরিকাহত ব্যবসায়ী

● প্রথম পাতার পর

তিনি ওই নাবালকের উপর চড়াও হয়ে তার ব্যাগ খুলে দেখাতে বললে ওই নাবালক স্কুল পড়ুয়া ছাত্র তার ব্যাগ থেকে ছুরি বের করে বারকয়েক বিশ্বজিৎ দেবনাথের শরীরে আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে পড়েন তিনি। তার চিৎকারে আসেপাশের ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে ওই নাবালকটিকে আটক করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেছেন এলাকার নবনিযুক্ত বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ। তিনি সম্পূর্ণ ঘটনার খোঁজ খবর নিয়েছেন। এদিকে ওই নাবালক নিজেই স্বীকার করেছে যে সে এই ঘটনাটি সংঘটিত করেছে। তার কথায় সেই টাকাগুলি দোকানদারের ছিল না। তার মা তাকে এই টাকাগুলি দিয়েছিল। ওই ব্যবসায়ি তার কাছে টাকাগুলি চাওয়ায় সে তাকে ছুরিকাহত করেছে। ঘটনায় এলাকা জুড়ে তীব্র আতঙ্ক শুরু হয়েছে। স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের এধরনের ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে তীব্র গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।

ঠাকুরের আরাধনা

● প্রথম পাতার পর

জানালেন মূর্তি বানানোর জন্য আগের মত কারিগর পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকেই এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছে পেটের তাগিদে। তাতে করে বেশি দামের শ্রমিক নিতে হচ্ছে কাজের জন্য। শুধু কি তাই মূর্তির অলংকার থেকে শুরু করে আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের উপর জিএসটি লাগো হয় দাম আগের চেয়ে অনেক বেশি। তবু ও পারিবারিক ধারাকে বজায় রেখে পেটের টানে মূর্তি তৈরি কাজ এখনো জারি রেখেছেন অনুকূল চন্দ্র পাল। আশায় বুক বেঁধে কাঠ ফাটা রোদে মহারাজগঞ্জ বাজারে মূর্তি নিয়ে এসেছেন তিনি। পরপর দুইদিন দুই ঠাকুরের পূজা হওয়ায় উৎসবের আনন্দেও একটা ব্যতিক্রমী চেহেরা ধারণ করতে পারে। কারণ কেউই হয়তো এবছর গণেশ পুজো না করে বিশ্বকর্মা পুজোতেই ব্রতি হচ্ছেন। কারণ তাদের ঘরে নতুন গাড়ি এসেছে। আবার হয়তো অনেকে দেব শিল্পীর পূজা ছেড়ে গণেশ ঠাকুরের ব্রতী হচ্ছেন। কারণ তাদের ঘরে গাড়ির চাইতেও ব্যবসা পরিধি বেড়েছে। এই দু টানার মধ্যে এবছর বিশ্বকর্মা এবং গণেশ পূজা। রবিবার ছুটির দিন পেয়ে পুজোর বাজার সেরে নিচ্ছেন অনেকে। রাত পোহালি দেব শিল্পীর আরাধনায় ব্রতী হচ্ছেন রাজ্যবাসী। এদিকে জোড়কদমে চলছে প্যান্ডেল তৈরির কাজ। এক ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়ার রেশ কাটতে না কাটতে আরেক ঠাকুরের প্রসাদ এসে হাজির হবে আপনার কাছে। শুধু তাই নয় প্রতিমা দেখতে বেরোলে একসাথে দুই ঠাকুর দেখের কাজটাও হয়ে যাবে এ বছর। তবে উৎসবের আনন্দটা একসাথে মিশে যাওয়ায় উৎসবমুখর মানুষের কাছে অতৃপ্তি থেকে যাবে। তবু মানুষ শাস্ত্র মতে পুজোর আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত। তবে এবছর পুরোহিতদের পুয়া বারো। এক পুজো শেষ না হতেই আরেক পূজার ডাক এসে যাবে। তবে পুরোহিত নিয়ে টানাটানি থাকবেই। এদিকে দুই দিনে দুই ঠাকুরের পূজা হওয়া ফল সবজি ব্যবসায়ীদের জন্য সুখবর। সবজির দাম যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনি বেড়েছে ফলের দাম। দাম দর করার সময় নেই। ফলে চড়া দামি কিনতে হচ্ছে এই সমস্ত জিনিস। চাহিদা বেড়েছে ক্যাটারারের। দুই দিনের জন্য খাবার তৈরি করা এখন তাদের কাছে প্রতিযোগিতার মত। মিষ্টির দোকানে একই অবস্থা। চাহিদা বেড়েছে টমটম অটো ঠেলার। চাপ বেড়েছে প্যান্ডেল তৈরির কারিগরদের। সব মিলিয়ে দুই উৎসবে জমজমাট শহর থেকে শহরতলী।

টাকার গাঁজা উদ্ধার

● আটের পাতার পর

খবর। জানা গেছে, পুলিশের কাছে খবর ছিল রেল স্টেশন নিয়ে বহিরাজ্যে গাঁজা পাচারের জন্য সক্রিয় হয়েছে এক চক্র। সেই অনুযায়ী পুলিশ অভিযান শুরু করে। বিশেষ অভিযানে পুলিশ আটক করে চার মহিলাকে। তাদের কাছ থেকে এই গাজাগুলি উদ্ধার করা হয় রেল স্টেশন চত্বরেই। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

ফাইনালে ভারত-শ্রীলঙ্কা

● আটের পাতার পর

ফাইনালে ভারত ও শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হয়। টানা তিন বার। শ্রীলঙ্কার অবশ্য ট্রফির হ্যাটট্রিক হয়নি। শ্রীলঙ্কাকে ৮১ রানের বড় ব্যবধানে হারায় ভারত।

২০১০-এর পর আজ ফের একবার এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত-শ্রীলঙ্কা।

জন্মদিন পালিত

● আটের পাতার পর

সভাপতি তথা টি আই ডি সির চেয়ারম্যান নবাদল বনিক, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, যুব মোর্চার জেলাসভাপতি বিপুল ভৌমিক, জোলাইবাড়ী যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। আজকের এই রক্তদানশিবিরে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও রক্তদানে অংশগ্রহন করে। এই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্রকরে সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষকরাযায়। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্রকরে জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া ও মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং প্রধানমন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনাকরে বাইখোড়াস্থিত এস এস বি ক্যাম্পের কালিমন্দিরে পূজাদেন ও বাইখোড়ার সি আর পি এফ ক্যাম্পে কর্তব্যরত জোওয়ানদের সঙ্গে আলোচনাসভায় মিলিতহন ও সকলের মধ্যে মিষ্টি বিতরন করাহয়।

রবিবার ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৩ তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে সাংগঠনিক ভাবে দেশ ব্যাপী নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বিজেপি। এরই অঙ্গ হিসেবে দিনভর নানান কর্মসূচিতে যোগদেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। এদিন বিশালগড় মন্ডলের অন্তর্গত ৬০ টি বুথে একযোগে আয়োজিত হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ৩২ নং বুথ তথা পশ্চিম লক্ষীবিল কালিবাড়ি প্রাঙ্গনে আয়োজিত স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। তারপর পূর্ব লক্ষ্মীবিল শ্মশান মাঠে আয়োজিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করেন তিনি। এদিন বিভিন্ন এলাকার অসুস্থ্য এবং প্রয়াত নাগরিকদের বাড়িতে গিয়েও তাদের খোঁজখবর নেন তিনি। তাছাড়াও রবিবার প্রধানমন্ত্রী পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার উদ্বোধন করেন, এই কর্মসূচির আওতায় থাকা সমাজের বিভিন্ন পেশার নাগরিকদের কর্মসূচি সম্পর্কে অবগত করেন এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।

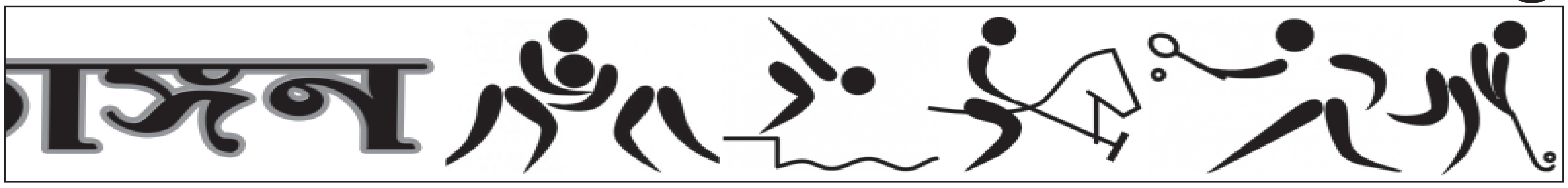

জাবেতের গোলে রামকৃষ্ণকে হারিয়ে সুপার ফোর নিশ্চিত ফরোয়ার্ড ক্লাবের

ফরোয়ার্ড ক্লাব: ১(জাবেত) রামকৃষ্ণ ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। অপরাজেয়র ধারা অক্ষুণ ফরোয়ার্ড ক্লাবের। এর সুবাদে প্রথম দল হিসেবে ফরোয়ার্ড ক্লাব সুপার ফোর নিশ্চিত করে নিলো।

অপরদিকে রামকৃষ্ণ ক্লাব চলতি লিগে এই প্রথম হারের মুখ দেখলো। প্রথম তিনটি ম্যাচে টানা জয় দারুনভাবে জয়ের হ্যাট্রিকের পর দুটো ড্র ম্যাচ থেকে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়ে নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচের মাথায় প্রথম পরাজয় স্বীকার করে নিলো ফরোয়ার্ড ক্লাবের কাছে ন্যূনতম গোলের ব্যবধানে হেরে। আপাতত নয় দলীয় আসরে দ্বিতীয় শীর্ষে অবস্থান করছে তবে সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত করার জন্য আরও এক-দুদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ২৬ তম ম্যাচে আজ, রবিবার ফরোয়ার্ড ক্লাব ন্যূনতম গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে পরাজিত করেছে। রবিবাসরীয় ম্যাচে লিগ শীর্ষে থাকার লড়াইয়ে ভাইটাল ম্যাচ আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৬	৪	২	০	১৫-৪	১৪
রামকৃষ্ণ	৬	৩	২	১	১২-৬	১১
এগিয়ে চলো	৫	৩	২	০	৯-২	১১
ত্রিবেণী সংঘ	৭	২	২	৩	৬-১০	৮
লালবাহাদুর	৪	২	১	১	১১-৩	৭
জুয়েলস	৬	২	১	৩	১৩-১৩	৭
টাউন ক্লাব	৬	২	০	৪	৮-১২	৬
ফ্রেন্ডস ইউ:	৬	২	০	৪	১০-১৭	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৬	১	০	৫	৫-২২	৩

খেলা গোলশূন্য ড্র তে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধে গোলমুখী আক্রমণে দু-দলের খেলোয়াড়রা চেষ্টা চালাতে থাকে। খেলার ৭৫ মিনিটের মাথায় ফরোয়ার্ড ক্লাবের জাবেত ডারলং এর গোলে দল যেমন এক-শূন্যতে লিড নেয়। পরবর্তী সময়ে গোলটি শোধ করার লক্ষ্যে রামকৃষ্ণ ক্লাবের আক্রমণ ভাগের ছেলেরা কন্টিনিউ চেষ্টা করলেও কার্যত সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত জাবেতের গোলটি জয় সূচক গোলের রূপ নেয়। এদিকে খেলার দুই অর্ধে দু দলের তিনজনকে যেমন ফরোয়ার ক্লাবের মসেজ এবং রামকৃষ্ণ ক্লাবের কুমার ও ভক্তিপদ-কে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, পল্লব চক্রবর্তী, বিপ্লব সিংহ এবং শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

মহারাষ্ট্রে প্রস্তুতি ম্যাচে আট রানে পরাজিত রাজ্যের সিনিয়র মহিলা টিম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। প্রস্তুতি ম্যাচে হারলো ত্রিপুরা। বৃষ্টির জন্য প্রথম দুই দিন ম্যাচ না হওয়ার পর রবিবার দুপুরের পর শুরু হয় সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটারদের ম্যাচ। খেলা হয় ১৪ ওভার করে। তাতে ত্রিপুরা পরাজিত হয় ৮ রানে। মহারাষ্ট্রের অনুভূতি স্কুল মাঠে হয় ম্যাচটি। তাতে ত্রিপুরার ঋজু সাহা এবং হেনা হটচান্দনি কিছুটা নজর কাড়েন। এদিন দুপুরে টসে জয়লাভ করে মহারাষ্ট্র দল প্রথমে ব্যাট নিয়ে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ৮১ রান করে। দলের পক্ষে ইশ্বরী শুভকর ৪১ এবং তেজল হাসাবনিস ১৮ রান করেন। জবাবে খেলতে নেম ত্রিপুরা ৭৩ রান করতে সক্ষম হয়। রাজ্য দলের পক্ষে ঋজু সাহা ১৮,হেনা হট চান্দনি ২২ এবং ইন্দ্রাণী জমাতিয়া ১৬ রান করেন।

জুডোর জাতীয় আসরের জন্য রাজ্য দল গঠনের শিবির সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। অল ত্রিপুরা জুডো অ্যাসোসিয়েশন এবং সোনামুড়া জুডো সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে মহকুমার ধনিরামপুরে অনুষ্ঠিত হলো সিনিয়র ন্যাশনাল জুডো সিলেকশন ট্রায়াল রাজ্যভিত্তিক আসর। রাজ্য ভিত্তিক এই আসরে দক্ষিণ জেলা ছাড়া বাকি সাতটি জেলা থেকে জুডোকারা অংশগ্রহণ করে। আগামী ১- ৫ অক্টোবর রাজস্থানে অনুষ্ঠিত হবে অল ইন্ডিয়া জুডো অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে জাতীয় আসর। সিনিয়র ন্যাশনাল জুডো চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ১৫ জনের দল অংশগ্রহণ করবে। সেই মর্মে রবিবার সোনামুড়ার ধনিরামপুরে অনুষ্ঠিত হওয়া রাজ্যভিত্তিক আসরে বালকদের বিভিন্ন ইভেন্টে ২৩ জন এবং বালিকাদের বিভিন্ন ইভেন্টের ১৭ জন অংশগ্রহণ করে। এতে বালকদের বিভাগে শুরু হয় ৬০ কেজি থেকে এবং বালিকাদের ৪৮ কেজি। এদিনের আসর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সেক্রেটারি কিশোর দাস।পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন বিভাগে জাতীয় স্তরে সুনাম অর্জনকারী ছয় জন জুডোকারকে সংবর্ধনা জানানো হয় অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে।

কাঞ্চনপুরে দেওভ্যালি ফুটবলে সহজ জয় পেলো লংকাই এফ.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। ব্যর্থ ত্রিপুরা পুলিশ। ৬ গোল হজম করে দেওভ্যালী নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ত্রিপুরা পুলিশ। খেলার শুরু থেকে লংকাই ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব চাপে রাখে ত্রিপুরা পুলিশ দলকে। রবিবার বিকেলে কাঞ্চনপুর পঞ্চায়েত মাঠে মুখোমুখি হয় ত্রিপুরা পুলিশ বনাম লংকাই এফ সি।

ত্রিপুরা পুলিশ টিমকে ৬--০ গোলে হারিয়ে জয়ী হয়েছে দামছড়া লংকাই এফ সি। খেলার প্রথমার্ধে ৩--০ গোলে এগিয়ে যায় লংকাই এফ সি। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ৩ টি গোল করে ৬--০ গোলে এগিয়ে যায় লংকাই এফ সি।এর পর পুরো মাঠ ছিল দামছড়া লংকাই এফ সির দখলে।

কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশ টিমের গোল রক্ষক প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে দামছড়ার খেলোয়াড় একাধিকবার ব্যর্থ হয়েছে। নতুবা ত্রিপুরা পুলিশ টিমকে ডজন খানেক গোল হজম করতে হতো। এদিন বিকেলে পঞ্চায়েত মাঠে কাঠ ফাটা রোদের মধ্যে কানায় কানায় দর্শকের উপচে পড়া ভিড় তিল ধরানোর জায়গা ছিলনা।

কিন্তু ত্রিপুরা পুলিশের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করেও দামছড়া লংকাই এফ সির রক্ষণ ভাগ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি। পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় ত্রিপুরা পুলিশ টিমের খেলোয়াড়রা আক্রমণ করলেও খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা ছন্ন ছাড়া ভাব ছিল।এদিন লংকাই এফ সি দলের হয়ে গোল করেন সামসোনা ৩টি গোল ,সংগভেগা ২টি গোল এবং রিমা ১টি গোল করেন। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এই মাঠে খেলা হবে আনন্দমর্গ স্কুল বনাম আশাপাড়া এফ সি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 18 September 2023, Monday আগরতলা ১৮সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং, ■৩১ ভাদ্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

প্রধানমন্ত্রীর মোদীর জন্মদিন

পুর নিগমের উদ্যোগে স্বচ্ছতা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে আজ ভারত স্বচ্ছতা লিগ ২.০ উপলক্ষে এক স্বচ্ছতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালির আয়োজন করে আগরতলা পুর নিগম একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। র‍্যালিতে স্বচ্ছতার প্রতি একটি জাতির সংহতি ও অবিচল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শিত হয়েছে। র‍্যালিটি উত্তর-পূর্ব অ'লের জন্য শুধুমাত্র একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করেনি, পরিচ্ছন্নতার প্রতিও শহরের ঐকান্তিক ইচ্ছার ছাপ রেখেছে। ৩ হাজারেরও বেশি উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতিতে র‍্যালিটি উমাকান্ত একাডেমি থেকে শুরু হয়ে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সম্মখে এসে সমাপ্ত হয়। র‍্যালিটি আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'স্বচ্ছতা'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া, যুব সম্পদায়ের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ও বর্জ্যের উৎস পৃথকীকরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া।

আগরতলা পুর নিগম শহরের ৫১টি আবর্জনা বহুল এলাকা পরিষ্কার ও স্থায়ীভাবে অপসারণের মত বিশাল কাজ হাতে নিয়েছে। এর ফলে আগরতলাকে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় পতাকা নেড়ে র‍্যালির উদ্বোধন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি আগরতলা শহরবাসীর অঙ্গীকারের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান। অর্থমন্ত্রী বলেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ ছিল এক সুন্দর ও স্বচ্ছ ভারতবর্ষ গড়ে তোলা। তাঁর স্বপকে সার্থকরূপ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচির সূচণা করেন। দেশে এই অভিযান কর্মসূচি দারুণ ফলপ্রসূ হয়েছে। আজ থেকে সারা দেশব্যাপী ভারতীয় স্বচ্ছতা লিগ ২.০ কর্মসূচির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। চলবে ২০২৪ সাল পর্যন্ত। এর মূল থিম হলো - 'যুব সম্পদায় বনাম আবর্জনা'। আবর্জনা মুক্ত ভারত গঠনে সকলের অংশগ্রহণ। অর্থমন্ত্রী বলেন, আবর্জনা মুক্ত শহর গড়ে তুলতে নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে। আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিগম কর্ত'পক্ষ উদ্যোগ নিয়েছে।

র‍্যালিতে পুর নিগমের মেয়র ছাড়াও ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, পুর উন্নয়ন কমিটির সদস্যগণ, কর্পোরেটরগণ, নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা রজত পান্ত, অতিরিক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার মহম্মদ সাজাদ পি প্রমুখ অংশ নেন। তাছাড়াও ২ শতাধিক এন সি সি ক্যাডেট, শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং ক্লাবগুলির স্বেচ্ছাসেবকরা এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

এক নজরে এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত-শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ১৭ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আজ এশিয়া কাপের ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত-শ্রীলঙ্কা।এশিয়া কাপের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল এই দুই দল। ভারত সাত বার চ্যাম্পিয়ন ও শ্রীলঙ্কা ছ'বারের চ্যাম্পিয়ন। শ্রীলঙ্কা গত বারের চ্যাম্পিয়ন। এবার ভারতকে ছোঁয়ার পালা শ্রীলঙ্কার।

অতীতে ভারত ও শ্রীলঙ্কা ফাইনালে কোন সালে মুখোমুখি হয়েছে তার পরিসংখ্যানটা একবার দেখে নেয়া যাক।

**এশিয়া কাপ শুরু হয়েছিল ১৯৮৪ সালে। প্রথম সংস্করণে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। আর রানার্স হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সে বার অবশ্য ফাইনাল ছিল রাউন্ড রবিন ভিত্তিতে। শীর্ষে থাকা দল ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়।

** এরপর এশিয়া কাপের তৃতীয় সংস্করণের ফাইনালে মুখোমুখি হয় ভারত-শ্রীলংকা। সেটা ছিল ১৯৮৮ সাল। সেবার ওয়ান ডে ফরম্যাটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

**এর পরের সংস্করণের হয় ১৯৯০-৯১ সালে। এবার ভারতেই হয় এশিয়া কাপ। ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হয় ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ৭ উইকেটে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

**১৯৯৫ সালের এশিয়া কাপেও ফাইনালে ভারত ও শ্রীলঙ্কা মুখোমুখি হয়। শারজায় শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

১৯৯৭ সালে এশিয়া কাপের ফাইনাল হয়েছিল কলম্বোর আর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে। এশিয়া কাপে প্রথম বার ভারতকে ফাইনালে হারায় শ্রীলঙ্কা। ৮ উইকেটে জিতে খেতাব পায় শ্রীলঙ্কা।

**ভারত ও শ্রীলঙ্কা ২০০৪ ও ২০০৮ সালে পরপর দু-বার ফাইনালে মুখোমুখি হয়। দু-বারই চ্যাম্পিয়ন হয় শ্রীলঙ্কা। ২০০৪ সালে শ্রীলঙ্কা ২৫ রানে জিতলেও পরের সংস্করণে ১০০ রানের বড় ব্যবধানে ভারতকে হারিয়ে খেতাব জেতে শ্রীলঙ্কা।

**২০১০ সালে ফের এশিয়া কাপের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বজুড়ে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। মানুষের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এই আদর্শকে পাথেয় করে রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বজড়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মানবসেবার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা নিয়েও রামকৃষ্ণ মিশন কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আজ বিবেকনগরস্থিত রামক'ষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে রামক'ষ্ণ মিশনের ১২৫ তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন ১২৫ বছর ধরে রামকৃষ্ণ মিশন সুশৃংখল ভাবে তাদের কর্ময' চালিয়ে যাচ্ছে। এটা সহজ বিষয় নয়। রামক'ষ্ণ পরমহংসদেব ও মাতা সারদাদেবীর আর্শীবাদেই এটা সম্ভব হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ সমাজ ও যুবসমাজকে দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারাকে পাথেয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কারণ বর্তমান সময়েও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শকে পাথেয় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষকে বিশ্বগুরু বানানোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর দেশাত্মবোধক চিন্তা ভাবনা আমাদেরও কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় আমাদের রাজ্যের একটি গর্বের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের অভিভাবকগণও এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে গর্ববোধ করে থাকেন। রাজ্যের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও পরম্পরা বৈচিত্রময়। রামকৃষ্ণ মিশন এই রাজ্যের এই বৈচিত্রময় ক'ষ্টি-সংস্ক'তি ও পরম্পরার ধারক ও বাহক হয়ে কাজ করছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজের ধারাকে আমাদেরও পাথেয় করে চলতে হবে। তবেই স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ যথার্থভাবে বাস্তবায়িত হবে।

অনুষ্ঠানে বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শুভকারানন্দজী মহারাজ বলেন, ১৮৯৭ খীষ্টাব্দের ১ মে স্বামী বিবেকানন্দ মানব সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১২৫ বছর ধরে এই মিশনে সুচারু ভাবে মানবসেবায় কাজ করছে। রামকৃষ্ণ মিশন সবসময়ই আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনেও তার ব্যতিক্রম হবে না। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ১ মে থেকে রামকৃষ্ণ মিশনে ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষে বছরব্যাপী নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুভীরানন্দজী মহারাজ এবং ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এস সি দাস। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত আই টি আই'র দুজন ছাত্রকে বিশেষ ক'তিত্বে জন্য পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ তাদের হাতে শংসাপত্র ও উপহার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ও অন্যান্য অতিথিগণ।

রাজ্যজুড়ে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / জোলাইবাড়ি / চড়িলাম, ১৭ সেপ্টেম্বর।। আজ ভারতের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে গোটা দেশের ন্যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মন্ডলের মত বক্সনগর মন্ডলে আজ মন্ডল অফিসের সামনে থেকে সকালে স্বচ্চ ভারত অভিযান করা হয় এলাকার সমস্ত নেতৃত্ব রা উপস্থিত থেকে করেন তারপর বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে এলাকার বিদায়ক তফাজ্জল ও মন্ডল সভাপতি সুভাষ সাহা, ব্লকের চেয়ারম্যান সনয় সরকার, সংখ্যা লঘু মোর্চার জেলার সহ সভাপতি আব্দুল হক সহ অনান্য নেতৃত্ব রা উপস্থিত থেকে হাসপাতালের রোগী ও স্বাস্থ্য কর্মী দের মধ্যে ফল মিস্টি বিতরন করেন এদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ডঃ ডায়েল দেববর্মা। তারপর যুব মোর্চার উদ্যোগ বক্সনগর নতুন মটর স্ট্যান্ডে মোদি জির জন্মদিন উপলক্ষে মেগা রক্তদান শিবির করা হয়।এতে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ক তফাজ্জল হোসেন, মন্ডল সভাপতি সুভাষ সাহা, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি সুপাংক সরকার,যুব মোর্চার সভাপতি জীমূল হক,চেয়ারম্যান সনয় সরকার ও অনান্য নেতৃত্ব রা। রক্ত দাতাদের উৎসাহিত করেন এলাকার বিদায়ক তফাজ্জল হোসেন। তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন রক্ত দান হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহৎ দান।এর উপরে কোন দান হয়না কারন মানুষের জিবন বাঁচাতে এই রক্তের প্রয়োজন হয়।

রাজ্যসরকার চাইছে নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনকরতে। রাজ্যসরকারের উদ্দ্যেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজকরে যাচ্ছে দেবাদারু ফাঁড়ী থানার ওসি বকুল রিয়াং। দেবদারু ফাঁড়ী থানার ওসি নানান অপরাধমূলক কাজদমনেও বিশেষ ভূমিকা পালনকরেযাচ্ছেন। নেশার কবলগ্রাসথেকে যুবসমাজকে রক্ষাকরতে বিশেষ ভূমিকা পালনকরছেন ওসি বকুল রিয়াং। এরইমধ্যে রবিবার বিশ্বকর্মাপূজার প্রাকমুহুর্তে ভেইকেলস চেকিং চলাকালিন সময়ে নবরাম পাড়া থেকে বিভিন্নপ্রকারের বিলেতি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করাহয়। জানাযায় আটক করা ব্যক্তি শিলাছড়ী এলাকার বাসিন্দা অর্জুন চাকমা। এই নেশাকারবারীর বিরুদ্ধে হাতে একটি মামলা নিলো দেবদারু ফাঁড়ী থানার পুলিশ। ওসি বকুল রিয়াং এর এইধরনের কাজে খোবইখুশি দেবদারুবাসী। সকলে আশাবাদী ওসির নেতৃত্ব দ্রুততার সহিত নেশাকারবারীদের দমন করাযাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপির যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে জোলাইবাড়ী পিলাক টুরিষ্ট লজে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করাহয়। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ীবাসীর জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, মনু বিধানসভার বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, বিজেপির যুব মোর্চার প্রদেশ কমিটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার মহিলা সহ চার লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ফের আটক প্রচুর পরিমানে গাঁজা। সঙ্গে আটক চার মহিলা। আটককৃত গাঁজার বাজার মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোপন খবরের ভিত্তিতে রবিবার আগরতলার কলেজটিলার ফাঁড়ির ওসি শ্যামল দেবনাথ এর নেতৃত্বে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশন বাইরে থেকে ২২ কেজি গাঁজা সহ বিহারের চার মহিলাকে আটক করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গাঁজার মূল্য প্রায় ৪ লাখ টাকা হবে বলে জানা গেছে। তারা ত্রিপুরা থেকে বিহারের উদ্দেশ্যে গাজাগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফিরে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ সেপ্টেম্বর।। দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। শনিবারই দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার তিনি জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে কিছুদিন আগেই উপ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটি কেন্দ্রে বিজেপি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছে। দুটি কেন্দ্রে জয়লাভের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই জয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আগামীদিনে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়েও কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাঃ মানিক সাহার কথায়, ত্রিপুরায় বর্তমানে প্রচুর বিনিয়োগকারী সংস্থা আসতে চাইছে।

বর্তমানে ত্রিপুরার উন্নয়ন অগ্রগতির পথে। সেই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন কথা হয়েছে।

এছাড়াও রাজ্য সরকার কিকি কাজ করছে এবং আগামী দিনে কিকি পরিকল্পনা রয়েছে সেই বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময়েই বলেন, সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে, রাজ্যের মানুষের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজ করতে।

সেই দিশাতেই সরকার কাজ করছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।